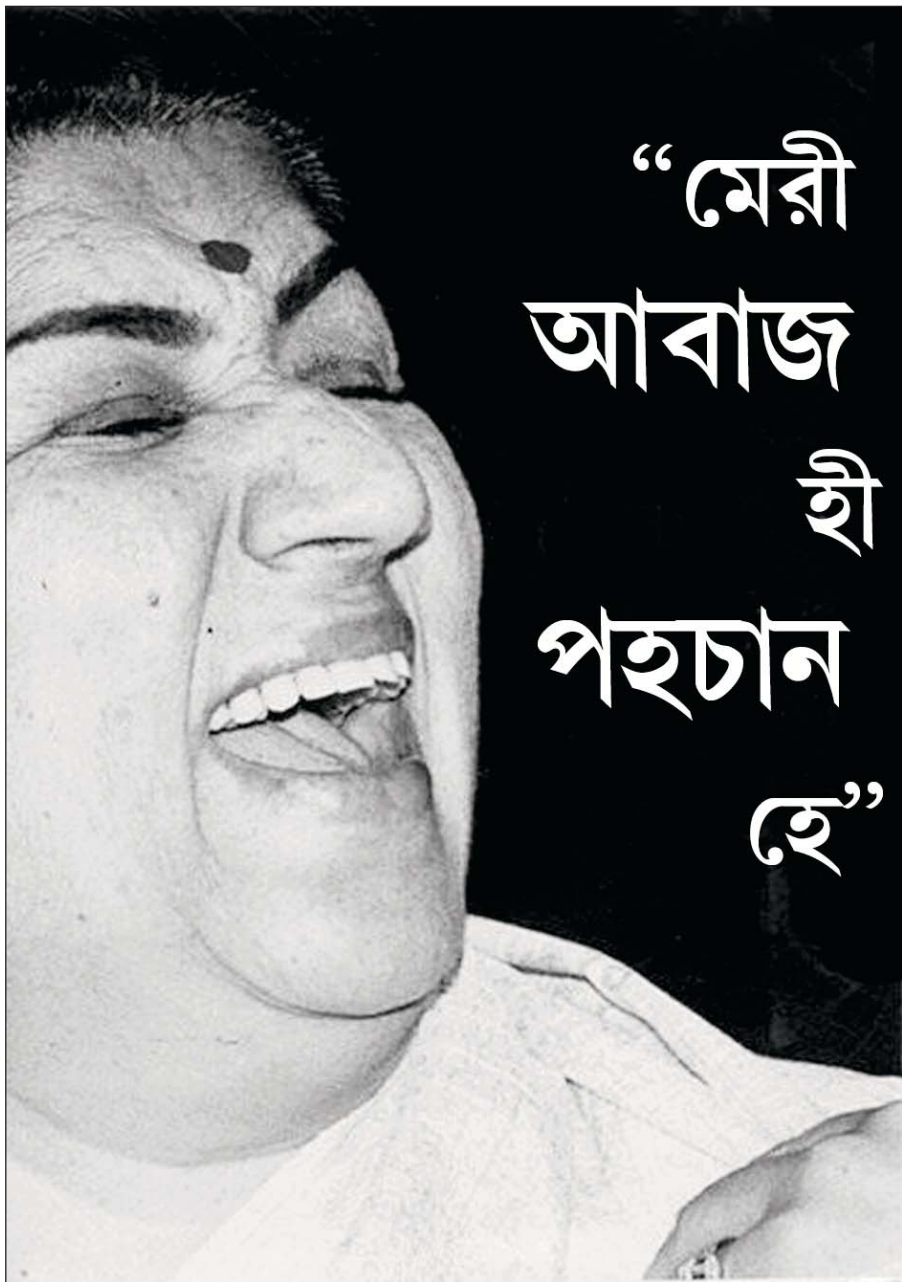




প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 36 Issue • 7 February, 2022, Monday • ২৪ মাঘ, ১৪২৮, সোমবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397



“মেরী আবাজ হী পহচান হে”

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি। জ্যোৎস্না আর জল এক সন্দেশে দোলাচলে থাকলে একে অপরের প্রতিশ্রুতী হয়ে উঠে। কে কার গুণে আছে, বোঝা যায় না। কে কার হাফকার ও উচ্ছ্বাস, তাও ধরা যায় না। আর পাছাড় বেয়ে ভুমধ্য সাগরে জ্যোৎস্না নেমে এলে সেটা হয়ে ওঠে আন্তিগোনের চোখ, এ

চোখের ভাষায় এখনও মানব সভ্যতা পড়ে উঠতে পারেনি। এক কবির এই ভাবনা রবিবার হাড়ে হাড়ে টের পেলো এই দেশের কোটি কোটি নাগরিক। প্রিস মানেই যেমন মহান ভাস্কর্য, ঠিক তেমনি ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি এই দেশের ইতিহাসে এক মৃত্যুঞ্জয়ী ট্র্যাজেডি। এদিন সুরালোকে পাড়ি দিয়েছেন সুরসম্রাজ্ঞী লতা

মদেশকর। দেশের ইউনিট ইন ডাইভার্সিটির জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে দশকের পর দশক তিনি শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিজের বিশ্বাসকে ধারণ করেছিলেন। শূন্য না থাকলে যেমন ক্যালকুলাস জন্মাতো না, লোকালয় বা একাকী নির্জনে কোকিলকণ্ঠী লতা ছাড়া, এই পৃথিবী সুন্দরের সংজ্ঞা পেতো না। রবিবার নিজের নিরবচ্ছিন্ন • এরপর দুইয়ের পাভায়

রাজ্যেও রাষ্ট্রীয় শোক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সুরসম্রাজ্ঞী ভারতরত্ন লতা মদেশকর-এর প্রয়াণে ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এই দুদিন রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এই দুদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। তাছাড়াও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমস্ত ধরণের সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসনের সচিব এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সংগীত জগতের কিংবদন্তি নক্ষত্র, সুরসম্রাজ্ঞী ভারতরত্ন লতা মদেশকর-এর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ একজন অসাধারণ সংগীত ব্যক্তিত্বকে হারালো। ৩৬ টিরও বেশি ভাষায় তাঁর অজস্র গান আপামর বিশ্ববাসীকে গত আট দশকেরও বেশি সময় ধরে বিমোহিত করে রেখেছে। বরেন্ধ্য এই শিল্পী চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর অমৃতময় স্মৃণকণ্ঠ এবং সুরের মুহূর্ত। বিশ্ব হারালো এক বিশ্ময়কর সংগীত সাধককে। ভারতরত্ন সহ দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিতা কিংবদন্তি এই সংগীত শিল্পী ও সুরসাধক আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত লতা মদেশকর-এর শোক সম্ভ্রুত পরিবার পরিজন ও অগণিত গুণমুগ্ধদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং বরেন্ধ্য এই শিল্পীর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

রোগীদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ

যে জিবি হাসপাতাল সম্পর্কে দিন-রাত অভিযোগের আশ্রয় ছিল না, মাত্র চার বছরের মধ্যেই উল্টো ছবি। আগে যেখানে জিবির বেহাল পরিষেবা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ লুকোতেন বিগত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা, আজ উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সামনে একে একে রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত ভালো সংখ্যক সংবাদমাধ্যমের সামনে রোগীর কোনো পরিজনরা পরিষেবা সম্পর্কে ক্ষোভ ও উগরে দিতেই পারতেন। কিন্তু, একজন স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসেবে, পরিষেবার মানোন্নয়ন সম্পর্কে কতটা আত্মবিশ্বাসী হলে, আচমকাই সংবাদমাধ্যমের সামনে একে একে রোগীদের জিজ্ঞেস করার দৃঢ়তা থাকে, তা এক প্রকার বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত দিনে, মুখ্যমন্ত্রী তো দূরস্থ, স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে চিকিৎসকরাও তাদের অভাব অভিযোগের কথা পৌঁছাতে পারতেন না। রাজনৈতিক



ছত্রছায়ায়, আশ্রিতদের অদৃশ্য বেড়াঁজাল অতিক্রম করা ছিল অসম্ভব। আর এখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যাচ্ছেন, রোগীদের অভিযোগ জানতে। মুখ্যমন্ত্রীর আচমকা সফরে, একটিও অভিযোগ উঠে না আসা, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রকৃত উন্নয়নের নজির বলা চলে। শুধুই কাগজেপত্র বা স্বাস্থ্য বিপ্লবের বুলি আওড়ানোর

বদলে, স্বল্প ব্যবধানেই স্বাস্থ্য বিপ্লব বোধহয় একেই বলে। রাজ্য পুলিশের এক ডিএসপি'র স্ত্রী, গতকাল পুত্র সন্তানের জন্ম দেন জিবিতেই। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাথেও কথা বলেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের ফলেই নার্সিং হোমের বদলে জিবিতেই সন্তান প্রসব করানোর সিদ্ধান্ত নেন। যদিও, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের

অধিকাংশই একটা সময়ে নার্সিং হোমে সন্তান প্রসব, একপ্রকার প্রথাগত পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বদলাচ্ছে ছবি। যার অন্যতম কারণ পরিষেবার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি ও শিশু এবং জন্মদাত্রী মায়ের মৃত্যু হ্রাস। উল্লেখ্য, জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাশীল মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য এন. সি দেববর্মাকে দেখতে • এরপর দুইয়ের পাভায়

সিএ সেকত'র সদস্যপদ বাতিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গাফিলতির জন্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সেকত দত্ত'র সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। আগরতলা অফিস লেন এলাকায় সেকত দত্ত'র ফার্ম রয়েছে। দেশে সেকত দত্ত'র চারজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে। দ্য ইনসিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের কার্যকরী কমিটি সেকত দত্ত'র সদস্য পদ তিন মাসের জন্য বাতিল করেছে। এই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এর মেয়াদ শুরু হয়েছে। সেকত দত্ত ছাড়াও কোচির রামাচন্দ্রন কে কে, সালেমের এন এন ভাস্কর এবং বিজয়াপুরের আনন্ড মল্লিকার্জুন ওকামল'র সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০১২-১৩ সালে সেকত দত্ত'র ফার্ম থেকে পূর্ত দফতরের পঞ্চমুখ ডিভিশনের একটি বরাতের উপর অডিট করা হয়েছিল। এই অডিটে মারাত্মক ভুল করা হয়। এজন্যই সেকত দত্ত'র বিরুদ্ধে সিল্লির অ্যাকাউন্টেন্ট অফিসে অভিযোগ জমা পড়ে। তদন্ত শেষে এজেন্সির কমিটি সেকত দত্ত'র সদস্য পদ বাতিল করে দেয়। প্রসঙ্গত, আগামী তিন মাস সেকত দত্ত'র ফার্ম থেকে কোনও অডিট করা যাবে না। অডিট করলে তা বেআইনি হিসেবে ধরা হবে বলে জানা গেছে।

প্রয়াত পঞ্চজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। স্বয়ং কাজি নজরুল ইসলামের সামনে বসে গান শুনিয়েছেন। তাঁর গান শুনে নজরুল'র নিজে প্রশংসা করেছিলেন। গত প্রায় চার দশক ধরে এই শহরকে নজরুল-জীবনে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন তিনি। সবসময় টুপি পরতেন। প্রধানত সাদা রঙের টুপি। সাইকেল নিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। যাদের সঙ্গে দেখা হতো, কথা প্রসঙ্গে নিয়ে আসতেন কাজি নজরুল ইসলামের কথা। এই শহর তাঁকে নজরুলের ‘রানার’ হিসাবেই চেনে। গত শনিবার তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। প্রয়াত হলেন রাজ্যের বিশিষ্ট নজরুল শিল্পী ও গবেষক পঞ্চজ মিত্র। ওইদিন সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাশীল অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাজ্যের নজরুল চর্চার অন্যতম পুরোধা, উজ্জ্বল এবং মেধাবী এই ব্যক্তিত্বের তির শাসক শোকের ছায়া নেমে আসে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। সায়ের কবিকে এ রাজ্যে জনপ্রিয় করে তোলা এবং কাজি নজরুলের কবিতা ও গানকে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে • এরপর দুইয়ের পাভায়

রবীন্দ্র ভবনে ছাত্র সংগঠনের সরস্বতী বন্দনায় চরম বিতর্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। দেশ নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন বলে দাবি করেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। স্বভাবতই উনাদের ‘দাপট’ একটু বেশি থাকবে। উনারা নিয়মের তোয়াক্কা করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। আদতে তাই করলেন। তবে, বাগদেবী সরস্বতীর বন্দনার দিনেও একটি ছাত্র সংগঠন যখন সরকারি নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে, তখন আর যাই হোক, সংগঠনটির আচার এবং নীতিগত দিকটি নিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যেও প্রশ্ন জাগে। গত শনিবার, সরস্বতী পুজোর দিন বানার টাঙিয়ে শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের মূল বারান্দার ভেতরে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তথা এবিভিপি। শহরের এক-দুটো কলেজের হাতে-গোনা কিছু ছাত্রছাত্রী এই আয়োজনটির মূল দায়িত্ব ছিলো।

সেদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ঠিক যেখানে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্যটি রয়েছে, তার পেছনেই

চেয়ারম্যান কমল দেব'র বিরুদ্ধে। উনার মদতেই এবিভিপি'র কর্মকর্তারা রবীন্দ্র ভবনে পুজো করার অনুমতি পান বলে খবর। ঠিক একই জায়গায়, অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন যদি



উঠতে আরম্ভ করেছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন কর্তৃপক্ষ কিভাবে এমন একটি পুজো আয়োজনের অনুমতি দিলো, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। অভিযোগের তির শাসক দলের নেতা তথা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন বিষয়ক সোসাইটির

সরস্বতী পুজো করার অনুমতি চাইতো, দিতেন কমলবাবু? এই প্রশ্নটিকে ঘিরেই সমস্ত বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, একটি উদাহরণ তৈরি হয়ে গেলে। পরবর্তীকালে এই উদাহরণ দেখিয়ে অনার্য ও নিয়ম ভাঙার খেলায় মেতে উঠবে।

পিটু'র দাপটে রাষ্ট্রীয় শোকেও ডিজে পার্টি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বিতর্ক গড়ায় ইতিমধ্যেই নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি। দাফতরিক দুর্নীতি থেকে শুরু করে মফস্বলে বদলি হওয়া সত্ত্বেও শহরে থাকার দাপট দেখাতে



পারেন। এহেন এক সরকারি আধিকারিকের কাছে সরকারের জারি করা ‘নাইট কারফিউ’ আদতে কলপাতা হিসাবেই ধরা দিলো রবিবার। আইজি প্রিন্স-এর ওএসডি হিসাবে ব্যাপক বিতর্ক কুড়িয়েছেন। সম্প্রতি কৈলাসহর জেলাশাসক কার্যালয়ে এডিএম হিসাবে • এরপর দুইয়ের পাভায়

মণ্ডলস্তরে খণ্ডযুদ্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নলছড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়তেই যেন হিংস্র হয়ে উঠলো ভীমরুল। শাসক দলের বাগমারা বুথ সভাপতির মারে



গুরুতরভাবে জখম হয়ে বর্তমানে হাসানিয়ায় চিকিৎসাশীল রয়েছেন নলছড়ের কিমান মোর্চার সভাপতি দুলাল দাস। তার আঘাত গুরুতর বলে জানিয়েছেন এলাকার বিজেপি কর্মীরা। ঘটনার সূত্রপাত বাগমারা বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস'র স্বেচ্ছাচারী এবং দুর্নীতি নিয়ে। সঞ্জয়বাবু বাগমারা বুথের সভাপতি হলেও তিনি যেভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে • এরপর দুইয়ের পাভায়

আজ ইস্তফা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সব জল্পনা কল্পনার অবসান। নিজেদের সিদ্ধান্তে যদি অন্যতম থাকেন অথবা রাজনৈতিক সমীকরণে ভয়ঙ্কর কোনও ব্যাকরণ যদি না পাল্টায়, তাহলে সোমবার সকালেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে পটপরিবর্তন। ঠিক একমাস আগে যে কথা হক করেই বলেছিলো প্রতিবাদী কলম, ঠিক এক মাস পর তা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেতে চলেছে। এর আগে নন্দ্যাদামো কিংবা খনার মতোই প্রতিবাদী কলম মিলিয়ে দিয়েছিলো অসংখ্য আগাম খবর। গত চার বছরে শাসক দল বিজেপিকে অবাক করে দিয়েই ঘটনা ঘটান বহু আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো আগামীর ভবিষ্যৎ। গত ৮ জানুয়ারি এই পত্রিকা লিখে দিয়েছিলো সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং বিধায়ক আশিস কুমার সাহা যোগ দিতে চলেছেন কংগ্রেসে। আর কংগ্রেসের সহযোগী শক্তি হিসেবে পাশে দাঁড়াতে চলেছে তিপ্রা মথা। এ বিষয়ে লক্ষ্যের



এমএল হোস্টেল) থেকে সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস কুমার সাহা শোজা চলে আসবেন আখাউড়া রোডের বর্মন বাড়িতে। সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সুদীপ রায় বর্মনের পিতা সমীর রঞ্জন বর্মনকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে

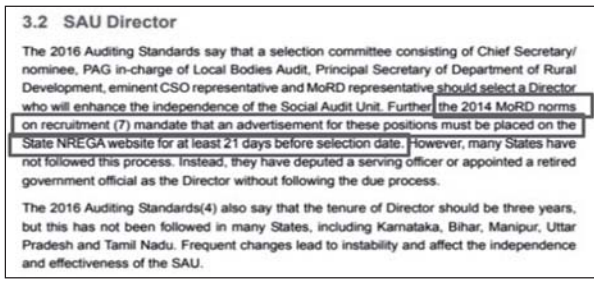
প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তাদের ইস্তফা দেওয়ার কথা রয়েছে। অন্যথায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহাকে চিঠি পাঠিয়েই নিজেদের পদত্যাগের বিষয়টি জানিয়ে দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে। • এরপর দুইয়ের পাভায়

স্বচ্ছতায় কলঙ্কিত সুনীল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। চোরের মায়ের যেভাবে বড়গলা হয় ঠিক সেভাবেই সোশ্যাল অডিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মণও নিজের বিবেক নিয়োগকে বেধ বলে গলা বড় করে কথা বলাছেন— গ্রামোন্নয়ন দফতরে এটাই এখন আলোচনার মূল বিষয়। কেন্দ্রীয় নীতি নির্দেশিকাকে অগ্রাহ্য করে সুনীলবাবু সোশ্যাল অডিট ইউনিটে নিযুক্তি পেয়েছেন, এই কথা তিনি

নিজে অস্বীকার করছেন। তার নিযুক্তি নিয়ে প্রতিবাদী কলম যেভাবে নীতিনিহিতার এবং কেন্দ্রীয়

নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে বিভিন্ন নথিপত্র হাজির করেছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে



দফতরকে তথ্য হাজির করে প্রতিবাদ করতে হতো। কিন্তু দফতর ঘুমে। সোশ্যাল অডিট ইউনিটের চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিব বোবা। এদের মধ্য থেকে স্বতঃপ্রসঙ্গিত সবাক হয়ে উঠলেন সুনীল দেববর্মণ। নিজেই নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণিত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। অথচ তিনিও যে কোনও একটি দফতরের অধীনে কর্মরত সেই দফতরেরও যে বড় কর্তা ছোট কর্তা আছেন, • এরপর দুইয়ের পাভায়

ময়নাতদন্ত ছাড়াই সংকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বাণী বন্দনার দুপুরে আমবাসা সদর



এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রী। আগরতলার ছাত্রীকুল কলেজে পাঠরতা ঐ ছাত্রীর নাম সুবর্ণা দাস (২১)। পিতা - জীববিজ্ঞানের স্নাতক শিক্ষক রতন দাস। বাড়ি আমবাসার বিবেকানন্দনগর। পরিবারের সদস্যদের দাবি, দুপুরে একটা নাগাদ রামাঘরের পাশের কক্ষে গলায় ওড়না জড়িয়ে শিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়েছে সে। কিন্তু সেই দাবি কতটা সঠিক তা নিয়ে বহু প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও থানায়ে জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত • এরপর দুইয়ের পাভায়

সোজা সার্প্টা উইকেট পতন

২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের বছর খানেক সময় বাকি। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। আর মানুষের এই পরিবর্তনের ডাকে शामिल হয়েছিল বিজেপি। তবে দলটার নাম বিজেপি হলেও রাজ্যের গোটা বাম বিরোধী শক্তিই এতে शामिल হয়েছিল। পাহাড়ে আইপিএফটি এবং সমতলে বিজেপি-র জয়ের পথ সুগম হয়েছিল মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল বলেই। পরিবর্তনের সরকারের ৫ বছর মেয়াদ। আর ৫ বছরের মধ্যে ৪ বছর অতিক্রান্ত। ৪ বছরের একটা সরকার রাজ্যের মানুষকে যে যে স্বপ্ন বা আশ্বাস দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তার কতটা পূরণ হয়েছে কি না তা নিয়ে আবার কিন্তু আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে রাজ্যের মানুষকে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের একাংশের নেতা-বিধায়ক কেন আজ দল ছাড়ার জন্য তৈরি? তবে কি শাসক দলের একাংশের নেতা-বিধায়ক বুঝতে পারছেন যে, ২০২৩-এ রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের পরিবর্তন চাইছে? মানুষ নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। আর মানুষ নতুন স্বপ্ন দেখার জন্যই ২০১৮-এ বিধানসভা ভোটে বামেদের বিদায়ের রাস্তা দেখিয়েছিল। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনেও রাজ্যের মানুষ যদি আবার নতুন করে কোন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো আবার পরিবর্তন। এরাভ্যে বামেরা কতটা শক্তি ধরে রাখতে পেরেছে তা কিন্তু এডিসি এবং পুর ভোটে দেখা গেছে। এই অবস্থায় বিজেপি-র বিকল্প কি? রাজনৈতিক মহলের খবর, ২০২৩ বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র বিকল্প নিয়ে নাকি দিল্লিতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দিল্লি থেকেই নাকি রাজ্যের শাসক দলের একের পর এক উইকেট তোলা হবে। এই উইকেট তোলার শেষটা নাকি ২০২৩ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে।

পিস্তল সহ গ্রেফতার কারবারি

● **আটের পাতার পর** - জিবির দিকে নেশা দ্রব্য নেওয়া হচ্ছিল। এই খবর চলে আসে আমাদের কাছে। এই খবরের ভিত্তিতেই ৭৯টিলে এলাকায় অটোটি আটক করা হয়। অটোতে তল্লাশি করেই হেরোইন উদ্ধার হয়। এগুলির বাজার মূল্য ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এদিকে, এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় শংকর বিনের বাড়িতে তল্লাশি করে পুলিশ ২০ কিলো গাঁজা পায়। এয়ারপোর্ট থানার উদালতলী এলাকায় শনিবার এই অভিযানটি করেছিল পুলিশ। তবে এই ঘটনায় পুলিশ এখনও শংকরকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অভিযোগ উঠেছে,

শংকর এবং তার ভাই বেশ কয়েক বছর ধরেই নেশা দ্রব্য পাচারের ব্যবসায় জড়িত। তাদের ইচ্ছে করে পুলিশ গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট রোড এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ আটক করা হয়েছে দুই যুবককে। ধৃত একজনের বাড়িতে দেশি পিস্তলও পাওয়া গেছে। ধৃতরা হলো, বলরাম সাও এবং জাহিদুল ইসলাম। তাদের দরজার ভেতর দিয়ে পিস্তল পাওয়া গেছে। পিস্তলশের সিনাল ল মানেনি, এই কারণে সন্দেহ বাড়ে। যথারীতি গাড়িটি আটক তল্লাশি করা থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পরবর্তী সময়ে ধৃত বলরামের বাড়িতে তল্লাশি করে তার ঘরের ড্রয়ারে একটি দেশি পিস্তল পাওয়া গেছে। বলরাম আগেও নেশা দ্রব্য সহ গ্রেফতার হয়েছিল। বর্থনি ধরেই বলরাম নেশা দ্রব্য ব্যবসায় জড়িত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মেরী আবাজ...

● **প্রথম পাতার পর** সাধনাকে ইতিহাস করে দিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ আর অসহনীয় দুঃখকে আলবিদা জানিয়েছেন সর্বদা মুদুভাষী ও শুভদ্র গায়িকা লতা মঙ্গেশকর। যেকোনও মানুষের মতো, এই দেশে তা ‘বডি’ হতে খুব বেশি সময় লাগে না। মনে মনে আমরা সবাই জানি, একদিন ‘বডি’ হয়ে মৃত্যুতে হবে, পাঁচ ছয়জন শেষ যাত্রায় নিথর দেহটিকে ধরে টানাটানি করবে, কেউ কেউ চোখের জলও ফেলবে নির্ভা়। কিন্তু একটি মৃত্যু যে কাম্বীর থেকে কন্যাকুমারী, লাভাচিত্তান থেকে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা — দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবীতে কামার ঠেকঠেকা হয়ে উঠতে পারে, তা তার মৃত্যুর খবর জানান দিয়ে গেলে। এদিন, এই দেশে ও পৃথিবীর জায়গাে প্রান্তে শুধু একটাই সুর — মেরী আওয়াজ হি মেরী পেহচান হ্যায়। এই দেশের কাছে, লতা মঙ্গেশকর একটি স্বপ্নের নামচ্ছি। প্রেমের অলিখিত ম্যাজিক। রবিবার চন্দন কাঠ আর ধূপে দাঁউ দাঁউ করে যখন জ্বলছে তাঁর নিথর দেহ, তখন রূপনারায়ণের পাড়ে বসে হয়তো কোনও এক কৃষক শুধু এটুকুই ভেবেছেন, এমন উখাল-পাখাল কি কারণে দখল করলো উনার অভিজ্ঞ? সরস্বতী পুজোর দিন দেশ জেনে গিয়েছিলো, তিনি ভালো নেই। ভেতিলেশনে ঢোকানো হয়েছে। স্নান করে ছোট্ট একটি চিরকুটে নাম, বাবার নাম, ঠিকানা আর গোত্র লিখে পাড়ার পুজোর ঠাকুরমশাইকে কত মা-বাবা শনিবার নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করেছে তা বলায় অপেক্ষা রাখা না। হয়তো এবারের বাগ্‌দেবীর আরামনাও বহু মা হাতজোড় করে প্রার্থনা করেছেন, তার সন্তানটি যাতে লতা’র আশীর্বাদ পান। সরস্বতী পূজাে বেলার লতা মঙ্গেশকরকেও নিজের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে গেলে যেন। ধুলোমাখা কত কত তানপুরা এদিন অজান্তেই বনঝনিয়ে উঠেছে। কথায় আছে, দেবীবাচ্-কে প্রমোদিত করে গন্ধবনের কাছ থেকে নিজেদের দিকে আনার জন্যই বাীণা সৃষ্টি করেছিলেন দেবতারা। আর সেই অবসরে ‘বাগ্‌ বৈ সরস্বতী’ ক্রমশ বাীণাদানী হয়ে উঠেছিলেন রুক দক্ষের হাতে। লতা মঙ্গেশকর যেন সেই বাীণাবাদীর এক অমোঘ উদাহরণ। মমতার আধার এবং এই দেশের সংস্কৃতির রূপান্তর হিসেবে, আত্মপরিচয়ের নানা অনুচ্চারিত ইতিহাসকে সাক্ষী রেখেই জীবনকে বিদায় জানিয়েছেন লতাদেবী। গত বহু বছর সেই অর্থে তিনি সঙ্গীতে ছিলেন না। কিন্তু প্রতিদিন, প্রতিক্ষেপ তিনি সঙ্গীতের মুর্ছনাতে জীবনকে উপভোগ করেছেন। উদ্‌যাপন করেছেন। প্রসারিত হতে দেখেছেন ধামসা-মাদল আর পাহাড়িবাসীর সুরকে। জাতি, জনজাতির আবহাার পরিচয়কে এক নিমেষে আনন্দ দিয়েছেন তিনি। সংস্কৃতির উল্লাস, বাদ্যযন্ত্রের অনার্য অনুসঙ্গে তিনি-ই হয়ে থেকেছেন প্রাত্যহিকতা। বলা হয়ে থাকে, সরস্বতী নদী মাত্র এবং নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি মাতৃগণের মধ্যে, নদীগণের মধ্যে ও দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা আর্ঘ্যদের প্রিয় বাসভূমি সরস্বতীর তীর ও তীরবর্তী ভূ-ভাগ, যেখান থেকে তারা আর কোথাও যেতে চান না, সেখানেও হয়তো এই লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে ভূমূল আলোচনা আজ। লতা মঙ্গেশকর আসলে এই দেশের অভিন্ন আত্মা এমন এক চিহ্ন, যা ক্রমশ হয়ে উঠেছে এই দেশের জাত-পাত-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়তার উজ্জ্বল জ্ঞাপনচিহ্ন। ইতিহাস অন্তর্ধাতী। ইতিহাস উদ্‌ঘাটনপ্রবণ। কিন্তু তবুও এই বিশাল ভূখণ্ডের চিন্তা-চেতনা এবং সাংস্কৃতিক তত্ত্বে, চিরকাল বেঁচে থাকবেন গ্রামীণতা অথচ সমান্তরালভাবে শব্দে এক ডিগনিটির উদাহরণ —লতা মঙ্গেশকর। রবিবার দুপুরের পর থেকে এই দেশের আত্মায় একটি সুত্র ক্ষণিকের তরে হলেও ছিন্ন হয়েছে। নিজের ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর মুখাণি করে যখন চোখের জলে গায়িকাকে বিদায় জানাচ্ছেন, তখন, বিরানবই বছর বয়সি লতা মঙ্গেশকরের শরীর পঙ্খভূতে বিলীন হয়েনি শুধু। বরণ ১৯৪২ সালে মাম তের বছর বয়সে যে মেসেজিট শুরু করেছিলেন, যে নারী পরে এই দেশের সর্বোচ্চ সন্মান ‘ভারতরত্ন’ পেয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত প্রাপ্তিকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। এদিন একটাই যেন আওয়াজ — ভালো উকনের আমাদের প্রাত্যহিক অভিজাত। ভালো থাকবেন কোণা বৈ সরস্বতী। এদিন আত্ময়তা প্রতিষ্ঠা করে লতা মঙ্গেশকর বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন দেবী সরস্বতী। ভাসানে নয়, যেন লতার গানে গানো। ভোগ সর্বস্বভাষ এই ধরায়, এদিনের এই মৃত্যুটি যেন, হৃদয়ের সকল অনুভূতিকে বৃহৎ এক পরিসরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার দর্পণ। এই দর্পণ কখনও ভাঙে না, এই দর্পণ মানুষকে, সঙ্গীত পিপাসুদের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। আর সে কারণেই লতা মঙ্গেশকর মৃত্যুতেও বেঁচে থাকার আরেক নাম।

রাষ্ট্রীয় শোকেও ডিজে পার্টি

● **প্রথম পাতার পর** বদলি হয়েছেন। বিতর্কিত এই অধিকারিকের পোষাকী নাম, পিটু দাস। তবে, সংশ্লিষ্ট মহলে তিনি ‘তহশিলদার পিটু’ নামে পরিচিত। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার এদিন সুরসভাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে দু’দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। সেই রাষ্ট্রীয় শোকের আবহেই রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে তহশিলদার পিটুর নেতৃত্বে আয়োজিত হলো এক মেগা ডিজে পার্টি। গান্ধিঘাটে পিটুবাবুর বর্তমান বাসস্থান থাকা গান্ধিঘাট কোয়ার্টার কমপ্লেক্স চত্বরে এদিন ডেকারেটের সহযোগে দারুণ করে একটি নির্দিষ্ট এলাকা সাজানো হয়। সেখানে উক্ত কমপ্লেক্সের নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবার ডিজে পার্টিতে অংশগ্রহণ করে। যাদের পরিবার এদিনের পার্টিতে অংশগ্রহণ করে তারা অধিকাংশই হয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, নয় গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অবসরে গেছেন। রাষ্ট্রীয় শোকেও আবহে একটি সরকারি আবাসনের ভেতর কিভাবে খোদ সরকারের অধিকারিকরাই ডিজে পার্টি আয়োজন করতে পারে, তা নিয়ে এলাকার তীর ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সচেষ্টন নাগরিকদের বক্তব্য, রাত দশটা থেকে যখন সরকারের কারফিউ জারি এবং এই এলাকাটি যেখানে পশ্চিম থানার ঢিলছৌড়া দুরূহে, সেখানে এরকম একটি রাতকালীন ডিজে পার্টির আয়োজন কিভাবে সম্ভব? রাষ্ট্রীয় শোকের আবহে এমন একটি পার্টিতে এদিন চটুল হিন্দিগান বেজেছে রাত ১১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, কন্ডি ডুবিয়ে থানা-পিনাও হয়েছে। প্রতিবেশীরা এদিন পশ্চিম থানা কর্তৃপক্ষকে সঙ্গেও যোগাযোগ করেন বলেন জানা গেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনও লাভ হয়নি। একটি সরকারি আবাসনে তহশিলদার পিটুদের মতো ‘নেতা’রা যখন রাষ্ট্রীয় শোকেও ডিজে পার্টির আয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তখন শুধু এটুকুই প্রমাণিত হয়— জো জিতা ওঁহি সিকান্দর। হয়তো তহশিলদার পিটু নিজেকে সিকান্দরই মনে করেন!

মৃতদেহ উদ্ধার

● **আটের পাতার পর** - মহিলার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। মৃতদেহের সাথে রক্তের দাগও দেখা যায়। স্থানীয় লোকজনের দাখ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মহিলার মৃতদেহ বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। তবে মহিলার মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে।

মৃত্যু মহিলার

● **আটের পাতার পর** - তার মৃত্যু হয়। কিন্তু কি কারণে তিনি রেল লাইনে গেছেন তা কেউই বলতে পারছেন না। মহিলার পরিবারের লোকজনও এই ঘটনায় সন্তুষ্ট। প্রথমে মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। পরে তার পরিবারের লোকজন এসে মৃতদেহ সনাক্ত করেন। এদিকে তেলিয়ামুড়া রেলপুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনটি আত্মহত্যা নাকি দূর্ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। সাতসকালে মহিলার মৃত্যু্যতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

গরু চুরি

● **আটের পাতার পর** - দাবি গুটি গরুর বাজার মূল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা। হানিফ মিয়ার কথা অনুযায়ী তিনি গরুগুলিকে বাজার পাশে বেঁধে রেখেছিলেন। সেখান থেকেই নিয়ে গেছে চোরেরা। একের পর এক গরু চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষ খুবই আতঙ্কিত আছেন। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় এখন গরু চুরির হিড়িক পড়েছে।

বলি যুবক

● **আটের পাতার পর** - আসা হয়। বর্তমানে মহকুমা হাসপাতালের মর্গে সজলের মৃতদেহ রাখা আছে। রাজ্যে লাগামহীন যান সন্ত্রাসে নিহতদের তালিকায় যুক্ত হল আরও এক নাম।

মৃত্যু, চাঞ্চল্য

● **আটের পাতার পর** - হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। রিপোর্ট এলেই পুলিশ এটা খুন না দুর্ঘটনা তা পরিকার জানাতে পারবে না। শহরতলিতে অস্বাভাবিক মৃত্যু বাড় ছে বলে অভিযোগ। প্রত্যেকটিই মৃত্যুর এই মিছিল লম্বা হচ্ছে। মৃত্যুর তালিকায় যুক্ত হয়েছে এখন আরও একটি নাম।

রহস্য মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের তরফ থেকে থানায় মিসিং ভায়ের করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়ির পাশের পুকুরে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকেদের ছায়া মনে এসেছে। কিভাবে উত্তম কর্মকারের মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে পরিবারের তরফ থেকে এখনও কোন অভিযোগ করা হয়নি।

খণ্ডযুদ্ধ

● **প্রথম পাতার পর** পড়েছেন এক কুপ্রভাব গোটা বিধানসভা কেন্দ্রেই পড়তে শুরু করে। এতে করে মলে এ নিয়ে প্রায় বিরোধে তৈরি হয়। দাবি উঠে সঞ্জয় দাসকে নেন তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর এতে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদমুখর ছিলেন দুলালবাবু। দলে নাকি এ নিয়ে দৃশ্যশুণ্ডও হয়। দুলাল দাস যেরেতু দলের অভ্যন্তরে এ নিয়ে প্রতিবাদী ছিলেন তাই তার একেটা শিকিা ছিলে দলবল সহ গত কয়েকদিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলেন বাগমারা বুথের সভাপতি সঞ্জয় দাস। রবিবার বিকালে দুলালবাবু বাগমারা এলাকায় তার রাবার লোকানের কাছে যেতেই তার উপর চড়াও হন সঞ্জয় দাস এবং তার ভাড়া করা লোকজনেরা। দুলাল দাসকে বেধড়ক পিটিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এলাকার মানুষেরা তখন রক্তাভ অবস্থায় দুলালবাবুকে জমরুচোপা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আগরতলায় রেফার করে দেওয়া হয়। তাকে হিপানিয়ায় ভর্তি করা হয়েছে। তার সঙ্গে আসা এলাকার বিজেপি কর্মীরা জানিয়েছেন, দুলালবাবুর আঘাত গুরুতর। বিষয়টিতে গোটা এলাকায় তীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শাসক বিজেপিতে গোষ্ঠীকোদন্দল যে আকার নিয়েছে তা আগামীদিনে আরও বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আকার নিতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন এলাকার মানুষেরা।

আজ ইস্তফা

● **প্রথম পাতার পর** যদি বিজেপি কার্যালয়ে দু’জন আসেন, তাহলে সেখান থেকেই সুদীপ-আশিস জুটি সোজা চলে যাবেন মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে। নতুবা রাজা বিধানসভা থেকেই দু’জন দিল্লির বিমান ধরার জন্যে বিমানবন্দরে পৌছুবেন। সুদ্রের খবর, নয়াদিল্লিতে গিয়ে তারা দলের রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করবেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তাদের রাজ্যে ফিরে আসার কথা। সুদীপ ঘনিষ্ঠ এক রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য, দিল্লিতে ৯ অথবা ১০ তারিখ কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন দুই বিধায়ক। ওই নেতার কথামতো মানুষের সাথেই সুদীপবাবু তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বাম বিরোধী ভোটকে এক জায়গায় নিয়ে সিপিআইএমকে হারিয়ে রাজ্যে সতীকারের উন্নয়নের সরকার গঠন করবেন। যে সরকার বেকারদের চাকরি দেবে, যে সরকার শ্রমিকদের মজুরি বাড়াবে, যে সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করবে, যে সরকার সামাজিক ভাতা বাড়িয়ে দেবে, সুপ্তম বেতন কমিশন দেবে, সর্বোপরি গরিব মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। কিন্তু সরকার যখন আশার ওড়ে বালি ছিটোয়, মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়, কখনও সরকার জনকল্যাণমুখী হয় না, স্বৈরাচারী হয়ে উঠে, তখন সেই সরকারের থাকার মানে নেই। ওই নেতার বক্তব্য মোতাবেক, আর সে কারণেই ১৯৯৮ সাল থেকে বিধায়ক থাকা সুদীপবাবু মন্ত্রিসভের লোভ না রেখে, কর্তার পরলেহন না করে ফাঁস করে উঠেছিলেন। কারণ, তিনি যে মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই নেতা রবিবার এও বলেন, সুদীপবাবুরা প্রতিশ্রুতি যখন রক্ষা করতে পারেননি তখন মন্ত্রিসভায় থেকে আর কোনও লাভ নেই এটা বুঝে নিয়েই মানুষের স্বার্থে কথা বলতে শুরু করেন। আর সে কারণেই তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় রাজা মন্ত্রিসভা থেকে। তার পরেও নিজের রাজনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গিয়ে সুদীপবাবুরা বিজেপিতে থেকেই মানুষের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাও যখন সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন মানুষের স্বার্থেই তারা বিজেপি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। মানুষকে সিপিআইএম’র নাগপাশ থেকে উদ্ধারের জন্য তারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। আর বিজেপি ছাড়ছেন মানুষকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে বাঁচাতে। যতদূর জানা গেছে, এই মূহুর্তে দুই বিধায়ক দল এবং বিধায়ক পদে ইস্তফা দিলেও সঙ্গী দুই বিধায়ক দিবাক্ষ ম্ত্রাঞ্চল এবং বর্ষোমোহন ত্রিপুরা এখনই বিজেপি ছাড়ছেন না। এই দুই বিধায়ক দল এবং বিধায়ক পদে ইস্তফা দেবেন তাদের বিধায়ক পদের চার বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। তবে আরও কিছুদিন তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

● **ছয়ের পাতার পর** বাংলা গান গেয়ে সেই সত্তরের দশকে তার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বাংলাদেশের কিংবদন্তী সান্নিা ইয়াসমিন। সেই স্মৃতি আজও তার হৃদয়ে অমলিন। সান্নিা ইয়াসমিন জানালেন, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে ফিল্ম ফেস্টিভালে অর্শন নিতে মুম্বই গিয়েছিলেন তিনি। সেই আয়োজনের এক পার্টিতে লতা মঙ্গেশকরের সামনে গাওয়ার সুযোগ হয়েছিল; যা ‘জীবনের বড় পাওয়া’ হিসেবেই মনে রেখেছেন তিনি। সেই আয়োজনে লতা মঙ্গেশকর, অভিতাভ বচ্চন, শচীন দেব বর্মণের সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবেও বাংলাদেশ থেকে সান্নিে ইয়াসমিন, রাজ্জাক, ববিতা, রোজী আফসারীসহ আরও কয়েকজন ছিলেন।

স্বচ্ছতায় কলঙ্কিত সুনীল

● **প্রথম পাতার পর** সুনীলবাবুকে সার্টিফিকেট দিতে হলে তার দফতর কর্তাকেই যে দেওয়া উচিত সেই কথা বোঝানু ভুলে গিয়েছেন তিনি। উদ্দেশ্য একটাই, যেখানেও মূল্যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা, কিন্তু যার নিয়োগই হয়েছে অর্ধেক পায়েরা, যিনি কেন্দ্রীয় নির্দেশনাকে ভূড়ি মেরে রাজ্য সরকারের কালি সাফই করে সন্দেশ বানানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন — তিনি আবার গলা উচিয়ে বলতে শুরু করেছেন তিনি কলা খাননি। অদ্ভুত রাজ্যে যেন অদ্ভুত রসিকতা, নইলে এই চিঠির প্রতিলিপি অর্ধ দফতরের সচিবকে পাঠানো হলেও সোশাল অডিটের চেষ্টারম্যান ও সদস্য সচিবকে অন্ধকারে রেখেছেন কার স্বার্থে? তার নিয়ম এবং প্রতিবাদপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের রোয়ামান এবং সদস্যসচিবের কোনর বক্তব্য না পাওয়া গেলেও সুনীলবাবুর নিয়োগকে তারা কোনও কোনওভাবেই সমর্থন করবেন না, তাও প্রায় নিশ্চিত। সুনীল দেববর্মা তার প্রতিবাদপত্রে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে থেকে ইস্যু হওয়া চিঠি M-1305/2012-MGNREGS-VII(PT) Dated 11.08.2014 বাতিল করা হয়েছে বলে দাবি করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি M-11015/4/2020-RE-III, Dated 19.06.2020-এ সোশ্যাল অডিটে অধিকর্তা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যোগ্যতা, বয়স ও চাকরির মেয়াদের উপর ছাড় দিয়েছে। অর্থাৎ ২০১৪ সালে যে চিঠি ইস্যু করা হয়েছিলো ওই চিঠির ক্ষুদ্রাঙ্গ সঙ্করণ করা হয়েছে। কিন্তু ওই সংস্করণে কোথাও বলা হয়নি অসঙ্গপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা পদে নিযুক্ত করতে হলে ওই অধিকারিক বিগত পাঁচ বছর কোনও সরকারি পদে চাকরি করলেও এই পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ ২০১৪ সালের চিঠিতে বলা হয়েছিলো সোশাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা যিনি হবেন, তিনি শেষ পাঁচ বছরে কোনও সরকারি পদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এই পদের জন্য বিবেচিত হবেন না। ২০২০ সালে এই ধারায় কোনও সংশোধনী আনা হয়নি। ফলে সুনীলবাবু এই পদের জন্য যে যোগ্যতাত প্রার্থী নন, বরং প্রথমই তিনি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা, এটা জানা এবং বোঝার পরেও কূর্ভকসে সঙ্গী রেখেই তিনি প্রতিবাদ করার মতো সাহস দেখিয়েছেন। গ্রামোন্নয়ন দফতরের অধিকারিকরাই বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনাকে এইভাবে অগ্রাহ্য করে নিয়োগ এবং সেই নিয়োগকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে গিয়ে সরকারি নির্দেশনাকে যেভাবে কালিমালিপ্ত করেছেন সুনীলবাবু তা সরকারি তথ্য বিকৃতিরই शामिल। অবশিষে সুনীলবাবুকে পদচ্যুত করা সহ তার বিরুদ্ধে মামলা নেওয়ারও দাবি উঠছে।

ময়নাতদন্ত ছাড়াই সংকার

● **প্রথম পাতার পর** চিকিৎসক এবং আমাবসা থানার পুলিশ কোন এক চাপের কাজে নতি স্বীকার করে পরিবারের দাবিকেই মান্যতা দেয় এবং আর পাঁচটা স্বাভাবিক মৃত্যুর ন্যায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়। অতঃপর ভুলবাড়ি মহাশ্মশানে সুবর্ণার নিথর দেহের সাথেই ভস্মীভূত হয়ে যায় তার মৃত্যুরহস্য সমেত জনমানসে জন্মানো হাজারো প্রশ্ন। দিন দুপুরে হওয়া সুবর্ণার এই অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে উঠা প্রশ্নগুলি যদি এক একে করে সমাধান হয় তবে তা যে যথেষ্ট রহস্যজনক তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথমতঃ একবারে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দিনদুপুরে একটি যুবতি মেয়ে গলায় ওড়না জড়িয়ে ঝুলে পড়ল, অথচ তার বুলন্ত দেহ পরিবারের তিন সদস্য ব্যতীত আর কেউ দেখলো না। সবচেয়ে বড় কথা হল, তাকে বুলন্তে দেখে তার বড় বোন ও মা কোন করে পায়নি। শিক্ষক বাবা নাকি ঘন্টাখানেক আগেই নিজের স্কুলে বাণীবন্দনায় শামলি হয়েছে। বাড়ি থেকে কোর বেয়ে দুই কিলোমিটার দূরবর্তী স্কুল থেকে ছুটে এসে নিজেরাই তাকে নামিয়ে নেয় এবং কোন প্রতিকেশী নয়, কয়েকশত মিটার দূরবর্তী একজন শিক্ষক নেতাকে ডেকে এনে তারপর মেয়েকে নিয়ে ধলাই জেলা হাসপাতালের দিকে রওনা হয়। হাসপাতালে পৌঁছায়েই চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে এবং পুলিশ খবর দেয়। আমাবসা থানার মহিলা এই আই শোতা তেলী ঘটনার তদন্তে হাসপাতালে গেলে মৃত্যুর পিতা রতন দাস সহ উনার সঙ্গীরা মৃতদেহের ময়নাতদন্তে তীর আগ্রহী জানান। যেকোন মূল্যে তারা ময়নাতদন্ত রুখবেই এমন মন্তব্যও করে। তেলী ম্যাডাম প্রথমে ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্তে অনাড় থাকলেও পরে অদৃশ্য চাপের সামনে নতজানু হন এবং চিকিৎসক সন্দেহজনক কিছু পায়নি এই নোট দিয়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ সংকারের জন্য পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এখানে প্রশ্ন হল, চিকিৎসক যদি সব স্বাভাবিক পেয়ে থাকেন তবে তিনিই পুলিশকে ডাকলেন কেন? নাকি কোন সেবকের চাপে অস্বাভাবিক থেকে ‘অ’ অক্ষরটি গায়েব করে দিয়েছেন চিকিৎসকরা? এখানেই শেষ নয় হাসপাতালে এই মৃত্যু নিয়ে খোঁজখবর নিতে দুই জন সাংবাদিক গেলে তাদের ছবি তুলতে বাধা দেওয়া হয়। বলা হয় মৃত্যু সোশ্যাল মিডিয়া পছন্দ করতো না। অথচ পরে দেখা যায়, ফেসবুকে তার আর্কাইভ্ট রয়েছে। এবং প্রচুর সময় সে ভাত সজাভিক পেয়ে থাকেন। এদিকে প্রতিবেশীরা জানিয়েছে, আগের দিন রাতে এবং ঘটনার দিন সকালে সুবর্ণাদের বাড়িতে প্রচুর ঝগড়ার আওয়াজ পেয়েছে। আর এই সব তথ্যের কোন কিছুই পুলিশের অজানা ছিল না। তারপরও পরিবারের দাবি মেনে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ হস্তান্তরে কতটা বিধিসম্মত হল সে প্রশ্ন উঠবেই। এই বিষয়ে এন আই শোতা তেলী মহোদয়াকে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি বলেন পরিবারের কারোর কোন অভিযোগ নেই। এক্ষেত্রে পুলিশের জানা উচিত যে , অপরাধের দুনিয়ায় ‘ওনার কিলিং’ বলে একটি ইংরেজি শব্দ রয়েছে। আর সেক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই পরিবারের কোন অভিযোগ থাকে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টই সব বলে দেয়।

রোগীদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** জিবি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মন্ত্রী এন। সি দেববর্মী ও চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন ও তাঁর স্বাস্থ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। পরিবারের সদস্য ও পরিজনদের সাথেও কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আচমকা অসুস্থ অনুভব করলে, মেজাজে পড়ে গিয়ে মাথায় অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হন তিনি। তবে আঘাত গুরুতর না হওয়ায়, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা সুস্থ। তারপর শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসারীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সহধর্মিণী মিলন প্রভা মজুমদারের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজ নেন। দু’জনেরই দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি। এদিন হাসপাতালের শিশু বিভাগ, ক্যান্টিন সহ অন্যান্য পরিষেবা খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। বলাবাহুল্য, অত্যধিক পরিষেবা সম্পন্ন মায়ি জিবি হাসপাতালেও পরিবারীমো উন্নয়ন ও জলি রোগ সহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর গৃহীত একাধিক উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন, আক্ষরিক অর্থেই প্রতিফলিত এদিন। বহু অর্থ ব্যয়ে, বেসরকারি চিকিৎসা ষোেক কাটিয়ে জিবি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি রাজ্যের মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থা সম্পর্কে অবহিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিশু বিভাগের পরিষেবার মান, ক্যান্টিন এই গুণমান সহ হাসপাতালের সামনের অপেক্ষমান রোগীর পরিজনদের সাথেও পরিষেবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ন তারা বর্তমান চিকিৎসা পরিষেবার প্রতি বর্ধিত আস্থা ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে জানান। সর্ববিধাত্মক স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সবাই পরিবারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণে রাজ্যব্যাপী কর্মযজ্ঞ চলছে, তা এদিন অনেকেশেই প্রতিফলিত হল। পরিষেবার আরও মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গতহলের লক্ষ্যে চিকিৎসক ও অধিকারিকদের নির্দেশে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সর্বাস্গীণ বিকাশ

● **তিনের পাতার পর** মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, শান্তি কালী আশ্রম বিশ্ব শান্তির বার্তা পথে নিরস্তর অধসরমান। যা সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরীর পক্ষে ইতিবাচক কর্মকাণ্ড। বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই অঞ্চলে সড়কের কাজ চলছে। রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ছবিমুড়ার সাথে সাথে শান্তিকালী আশ্রমটি একটি ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিকাশের প্রবল সুযোগ রয়েছে। উন্নত সড়ক, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পানীয় জল, পর্যটন-সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই বহুমুখী উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে অমরপুরে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সিদ্ধু চন্দ্র জমতিয়া বলেন, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের ছবিমুড়ার সাথে সাথে শিক্ষা চন্দ্র জমতিয়া ভূমিকা নেবে এই বিদ্যালয়টি। কস্পিউটার-সহ আগামী দিনে বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়ের পাশে থাকার আশ্রহ প্রকাশ্য করেন। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি চলে যান ছবিমুড়ায়। সেখানে স্পিড বোটে ছবিমুড়া পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত ভাস্কর্য, গুহা পরিদর্শন করেন। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে ছবিমুড়ার পরিকাঠামোগত এবং সংস্কারের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে গুহাপথে চলার উপযোগী কৃত্রিম সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রটির অপূরণ্য সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে সেখানে চলচ্চিত্র তৈরীর উপরে দৃষ্টিপাত করে ও প্রাকৃতিক শোভা এবং সবুজ ঘেরা এই পর্যটন কেন্দ্রে আসার জন্য আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রয়াত পঞ্চজ

● **প্রথম পাতার পর** ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে অনান্য অদান ছিলো প্রয়াত পঞ্চজবাবুর। কিন্তু মৃত্যুতে তিনি যথাযথ সন্মান পেলেন না সরকারি তরফে। রাজ্য সরকারের ‘নজরুল স্মৃতি পুরস্কার’-এ সম্মানিত পঞ্চজবাবুর প্রয়াণের পর গত শনিবার উনার শবদেহ জিবি হাসপাতাল থেকে প্রথমে শহরের বাড়িতে যায়। সেখান থেকে শবদেহ নিয়ে আসা হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। না, সরকারের উদ্যোগে আনা হয়নি শবদেহ। রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতর প্রত্যন্ত এমন সব প্রয়াণে দাফতরিক উদ্যোগে বিশিষ্ট শিল্পীর দেহ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু পঞ্চজবাবুর ক্ষেত্রে রাজ্যের ৪-৫ জন শিল্পীরা মিলে নিজেরাই উদ্যোগ নেন। সব মিলিয়ে ৭-৮ জন শিল্পী এবং কয়েকজন গুণগ্রাহীরা মিলে গত শনিবার পঞ্চজবাবুকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন। শহরের শিল্পীরা নিজেদের উদ্যোগে ফুল এনে পঞ্চজবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শিল্পীরা মিলে কাজি নজরুল ইসলামের একটি গানও গেয়েছেন শরবাণী শকটের সামনে দাঁড়িয়ে। নাম রক্ষার্থে এদিন তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে ইনফরমেশন কালচারেল অফিসার বিনয় মজুমদার প্রত্যন্ত এমন সব প্রয়াণে দাফতরিক স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তাঁর প্রাণগতলে দফতরের অধিকর্তা, সচিব, মন্ত্রী বা সরকারের কার্যবানৌ মন্ত্রী — কেউ-ই গত শনিবার শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেননি। মৃত্যুর খবর পেয়ে, তথ্য সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বটলো শ্মশানঘাটে শেষ মূহুর্তে একটি ফুলের তোড়া দেখেই শিল্পীর শরীতে। রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে যে শিল্পীকে ‘নজরুল স্মৃতি পুরস্কার’ দেওয়ার অধিকর্তা, সচিব, মন্ত্রী বা সরকারের কার্যবানৌ মন্ত্রী — কেউ-ই গত শনিবার শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেননি। মৃত্যুর খবর পেয়ে, তথ্য সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বটলো শ্মশানঘাটে শেষ মূহুর্তে প্রাকৃতিক শোভা এবং সবুজ ঘেরা এই পর্যটন কেন্দ্রে আসার জন্য আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

পবন, রাহিল-রা

● **সাতের পাতার পর** রীতিমত ঘরে বসে সরাসরি ত্রিপুরা দলে তিন ভিনরাজার ক্রিকেটার। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, যেখানে টিসিএ কল্যা কল্যায় রাজ্যের ক্রিকেটারদের ডিসপ্লিন শেখায়, মাঠে কোন ক্রিকেটার কাচ ছাড়লে গালাগালি দেওয়া হয়, কেউ দেরিতে প্রাকটিনে এসে বাদ দেওয়ার ছমকি দেয় সেখানে টিসিএ কেবি পবন-দের ক্ষেত্রে কোন ডিসপ্লিন দেখালো কি? কিভাবে ক্যাপ্টেন না এসে, প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলে সরাসরি রাজ্য দলেই সুযোগ পেলে পবন-রা? তবে কি টিসিএ-র যত নিয়মই থাকে ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের জন্যই? না ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের সাথে আড়ালে কোন সমঝোতা আছে? রঞ্জিত একেটি ম্যাচ খেলেই ২.৪ লক্ষ টাকা। তিনেটি ম্যাচ খেলেই ১২ লক্ষ টাকা। আর এই আট লক্ষ টাকা বিনা প্র্যাকটিস, বিনা ফিটনেস টেস্টে যারা পেলো তারা কি এই বিনিময়ে কোন কিছু দিচ্ছে? প্রশ্ন, বেশ কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটারের।

আর্থিক সংস্কৃতি এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

থ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ভাবি প্রজন্মের সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ জীবন নির্মাণের লক্ষ্যে রাজা সরকার দ্বারা গৃহীত সম্যোাপযোগী গুচ্ছ পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। শ্রীশ্রী শান্তিকালী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় এই লক্ষ্য পূরণের পথে গতি সঞ্চারিত করবে। আজ গোমতী জেলার অমরপুর সর্বৎ-এ শ্রীশ্রী শান্তিকালী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয় হইয়াছে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। এর অধিকাংশ অর্থ গুজরাটের গোরাসিয়া সোসাইটি ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত আংশিক অর্থানুকূলে এই বিদ্যালয়টি নির্মিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চলবে। মোট শ্রেণিকক্ষ বারোটি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। তার পর শান্তি কালী আশ্রমে পরিদর্শন ও প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সরস্বতী পূজার পুন্যদিনে স্বামী চিন্তুমহারাজের পৌরোহিত্যে যাত্রা করা, শ্রী শ্রী শান্তিকালী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ভাবি



উৎকর্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের একশটি বিদ্যালয়কে সিবিএসসিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নজির। বর্তমানের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির চাপ বাড়ছে বহুগুণ। এই প্রকল্পে রাজ্য বাজেট থেকে ব্যয় হবে প্রায়

৫০০ কোটি টাকা। জাতীয় মানের বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুযোগে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু একটা অংশ বিষয়টিকে বিকৃতভাবে প্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করার লক্ষ্যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অপপ্রচারে দেওয়ার পাশাপাশি সাথে এই হাসপাতালের একাংশ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন চিকিৎসকও। সফল অস্ত্রোপচার হওয়া অমরপুর নিবাসী বিশাণ ভৌমিক এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে উন্নত চিকিৎসার সুযোগের দ্বারা তার জীবন রক্ষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের এক সূত্রে বেঁধে রাখা ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতি ও ভাবাবেগকে আঘাতের অপপ্রয়াস হয়েছে বহুবার। কিন্তু কখনোই সার্থক হওয়া যায়নি। আর্থিক সংস্কৃতি এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশব্যাপী উন্নয়নমূলক কর্মব্যস্ত চলছে। ত্রিপুরাতেও তা প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের জন্য যারা ভূমি দান করেছেন তাদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন ●এরপর দুইয়ের পাতায়

তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীর শোক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে সংগীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। লতা মঙ্গেশকর একজন অত্যন্ত গুণী মানুষ ছিলেন। আজীবন তিনি গানের সাধনা করে গিয়েছেন। তিনি এক হাজারেরও বেশি ভারতীয় ছবিতে গান করেছেন এবং তাঁর গাওয়া মোট গানের সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি। এছাড়া ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাতে ও বিদেশি ভাষায় গান গাওয়ার একমাত্র রেকর্ডটি তাঁরই। লতা মঙ্গেশকর তাঁর সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের সঙ্গীত জীবনে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা ভারতরত্ন (২০০১), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণ (১৯৯৯), দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৮৯) তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণে (১৯৬৯) ভূষিত হয়েছেন। লতা মঙ্গেশকরকে ২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাদের দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খেতাব প্রদান করেছিলো। এখন রেকর্ড তাঁর আগে কারোর ছিল না, আর নিকট ভবিষ্যতেও এমন খ্যাতি ও সম্মাননা অন্য কারোর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে না। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, গজল, ভজন, লোকসঙ্গীত, আধুনিক হিন্দি, বাংলা, মারাঠি সহ সমস্ত ভারতীয় ও বিদেশি ভাষায় গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকর ৯২ বছর বয়সে ইহজগত থেকে বিদায় নিলেও রেখে গিয়েছেন তাঁর সুরেলা জাদু। সুরের জগতের পাশাপাশি তাঁর উৎসাহ ছিল চিকিৎসা-সহ নানা ক্ষেত্রে। এমন শিল্পীদের চলে যাওয়া মানে আমাদের ক্ষতি। সমাজ ও সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের ক্ষতি। তাইতো তাঁর মৃত্যুর সংবাদে বিশ্বসঙ্গীতাস্রনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর শ্রুতাতা কোনদিনও পূরণ হবে না। তিনি আমাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই দুঃ সময়ে তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা। আমি সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

উদ্ধার হেরোইন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। হেরোইন সহ এক যুবকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম রামপদ গুপ্ত। পুলিশ জানিয়েছে, গণ্ডাছড়ার পাখিপাড়ার রামপদ’র দোকানে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি করে ৩০টি কৌটায় ০.৪৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনা গণ্ডাছড়া থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

ফের চমক সুশান্ত’র



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। মজলিশপুরে ফের চমক দেখালেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আগামী ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের ঘর গোছানোর প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করেছেন তিনি। ২০২৩ সালে রাজ্যে বিধানসভার ভোটের আগে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ১০-মজলিশপুর একের পর এক যোগদান সভার মাধ্যমে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গত বিধানসভা নির্বাচনে মজলিশপুর কেন্দ্রের বিজিত সিপিআই(এম) দলের প্রার্থী মানিক দে’র সাংগঠনিক কোমর ভেঙ্গে ফেলেছেন সুশান্ত চৌধুরী। সুশান্ত চৌধুরী বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই মজলিশপুর কেন্দ্রে রাজ্যের অন্যতম শক্তিশালী বিরোধী দল সিপিআই(এম)এখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। সিপিআই(এম) দলের নেতাদের এখন দূরবীন দিয়েও দেখা যায় না! আজ আরও একবার মজলিশপুরে সিপিআইএম থেকে বিজেপি দলে যোগ দিলেন শতাধিক কর্মী। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সভায় দলত্যাগীরা অভিযোগ করে বলেন, ‘সিপিআই(এম) দলে থেকে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় না, শুধুই হিংসা আর বিভেদদের রাজনীতি করে সিপিআই(এম)দল। হিংসা আর উচ্ছানিমূলক রাজনীতি আমরা আর চাই না’, এমনই অভিযোগ তুলে গ্রাম তথা গ্রামের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি’র ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’-এর উপর আস্থা রেখে আজ আমরা মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব বড়জলা পঞ্চায়েতের দীর্ঘবছরের বামেদের অপসাসনে লাঞ্চিত ও বঞ্চিত লড়াই বাম কর্মী-সমর্থকদের ৩৯ টি পরিবারের ১২০ জন ভোটার সিপিআই(এম) দল ছেড়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। যোগদান সভায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সিপিআই(এম) দলেরও কিছু নীতিবান ও ভালো লোক রয়েছে। যাঁদের রাজ্যের এবং নিজের এলাকার জন্য ভালো ও উন্নয়নমূলক কাজ করার ইচ্ছে ও মানসিকতা রয়েছে, কিন্তু সিপিআই(এম) দলে থেকে

বাইক সহ ধৃত দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। চুরির ৫ ঘণ্টার মধ্যে বাইক সহ দুই চোরকে আটক করলো পুলিশ। ধৃতরা হলো, সোহেলে মিয়া ওরফে রাণা এবং সৈকত সিংহ রায়। সোহেলের বাড়ি আখাউড়া রোড এলাকা। সৈকতের বাড়ি জয়নগর গোপাল মিস্ত্রী ভাণ্ডারের সঙ্গে। জানা গেছে, শনিবার নরসিংগরের ভারতীয়া বিদ্যাবনের নামে থেকে একটি অ্যাঁচারি বাইক চুরি হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এয়ারপোর্ট থানায় জানানো বাইকের মালিক নিতাই চন্দ্র সাহা। খবর পেয়েই পুলিশ সোনামুড়ার সীমান্ত সহ বেশ কয়েকটি থানায় চুরির ঘটনা প্রসঙ্গে জানান। পুলিশের দ্রুত উল্লোগে ফাসল্যও আসে। গ্রেফতার করা হয় কুখ্যাত দুই চোরকে। এয়ারপোর্ট থানার ইন্সপেক্টর সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, বাইকটি ভারতীয় বিদ্যাবনের এক ছাত্র নিয়ে এসেছিল। ওই ছাত্র এবং তার বাবা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্মর্ট সিটির ক্যামেরায় বাইকটি নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যায় দুই যুবককে। শেষবার ঝলস্ত সেতুর কাছে তাদের দেখা যায়। এর ভিত্তিতে বোঝা যায়, বাইক নিয়ে আমতলি হয়ে সোনামুড়া যেতে পারে চোররা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিশালগড় থানার পুলিশ দুই চোর সহ বাইকটি আটক করে। ধৃতরা আগরতলায় আরও কয়েকটি বাইক চুরি কলেজ বলে জানিয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শহরের আরও বেশ কয়েকটি বাইক চুরির তথ্য পাওয়া যেতে পারে। রবিবার আদালত দু’জনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের পুলিশ রিমাতে পাঠিয়েছে। যথারীতি তাদের এয়ারপোর্ট থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় জখম প্রবীণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক প্রবীণ। ঘটনা বোধজনগর থানার বুরাখা বাজার এলাকা। জানা গেছে, জখম ব্যক্তির নাম সুশীল দেববর্মী (৫৬)। জানা গেছে, সুশীলের ছেলের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। এই কারণে তাকে করোনা পরীক্ষা করতে বুরাখা বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাছিলেন সুশীল। রাস্তায় তার বাইকের সঙ্গে অন্য একটি বাইক মুখোমুখি হয়। ঘটনাস্থলেই বাইক থেকে ছিটকে পড়েন সুশীল। তাকে গুরুতর অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

জখম যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বিএসএফের গুলিতে গুরুতর জখম এক যুবক। ঘটনা, সোনামুড়ার এনসিনগরে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই যুবককে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার ডান হাতে গুলি লেগেছে। জখম যুবকের নাম হারয় মিয়া (২১)। হৃদয়ের বাবা বিল্লাল রাত্রে সীমান্তের কাছের তার বাড়ির উপর দিয়ে পাচারকারীরা দৌড়ে যাচ্ছিলেন। বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। বিএসএফের ছৌড়া একটি গুলি বাড়িতে থাকা তার ছেলে হৃদয়ের হাতে লাগে। বিল্লাল জানান, বিএসএফ থাকায় আমাদের বাড়িঘরে চুরি কম হয়। তারা আইনের রক্ষক। আমার ছেলেকে ইচ্ছা করে গুলি করেনি। পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছিল। এদিকে ঘটনার একদিন আগেই বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের ছৌঁড়া টিলে রক্তাঙ্ক হয়েছিলেন এক বিএসএফ জওয়ান। এই ঘটনায় এখন পশ্চত কাউকেই গ্রেফতার করা যায়নি।

সুদীপ অনুগামী ছাত্রকে মারধরের

পর মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ

ধর্ষণের চেষ্টা শিক্ষকের

আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সরস্বতী পূজায় বিদ্যালয়ে গিয়ে বীভৎস ঘটনার মুখোমুখি হয় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। শেষ পর্যন্ত ওই ছাত্রী অপমানিত হয়ে মৃত্যুক বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়িতে ফিরে গিয়েই ইঁদুরনাশক ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বর্তমানে ওই ছাত্রী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার থেকে খোয়াইয়ে এই ঘটনা জেরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত শিক্ষককে পুলিশ ওভরদিনে গ্রেফতার করে। অভিযোগ, ওই ছাত্রীর উপর

পাশবিক আচ্যার চালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত শিক্ষক। ছাত্রীটি কোনরকমভাবে তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে বাড়ি চলে আসে। তবে ঘটনা সম্পর্কে জেনে যায় নির্যাতিতার সহপাঠিরা। তাই তারা তাকে খুঁজতে রাস্তায় ছুটে আসে। তারা ছাত্রীর বাড়িতেও আসে। তখনই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন ছাত্রীর পরিজনরা। কিন্তু ততক্ষণে ওই ছাত্রী ইঁদুরনাশক ওষুধ খেয়ে নেয়া। তাকে ডিঘাড়ি খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। জানা

গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক আগে ওই ছাত্রীর বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিল। আগেও তার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। তাই অভিযুক্ত শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হয়। সরস্বতী পূজায় সেই শিক্ষককে আবার পুরোনো বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো কে বা কারা। বিদ্যালয়ে এসেই অভিযুক্ত শিক্ষক তার পুরোনো চেয়ারা সবার সামনে তুলে ধরে। এদিকে এসএফআই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনের খোয়াই বিভাগীয় কমিটি পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছে ঘটনার দৃষ্ট তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।



থানায় আসলে গ্রেফতার করা হয় সৌরভ বন্, রূপক বিশ্বাস এবং লিটন দে’কে। চারজনকে একসাথেই সাক্ষম আলদাতে পেশ করা হয়। তবে আদালত অভিযুক্তদের জামিনের অবদান মঞ্জুর করে। অভিযুক্ত ৫ জনের মধ্যে

মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাবদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন ছাত্ররা এমটাই দাবি করেনছে। গত ১২ জুন্যারি সাক্ষম কলেজে সুদীপ অনুগামীরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। আয়োজকরা সুদীপ অনুগামী

সাপ্তাহিক রাশিফল

৬ই ফেব্রুয়ারি হতে ১২ই ফেব্রুয়ারি

রাত	চ ২৭	বৃ ২৪
	শ ২২ র ২২ বু ২১	
	ম ২০ শু ২০	কে ১৭

মেঘ রাশি ঃ রবিবার — শোক, দুঃখ, দুর্দর্শা, খরচ ও দুশ্চিন্তা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— মনোবল, অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। দীর্ঘ-দিনের ইচ্ছা পূরণের রাস্তা খুলবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় মনোযোগ বাড়বে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— ধন উপার্জনের সকল পথই খুলে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। রোহ ও দাঁতের সমস্যা বাড়তে পারে। সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণ হতে পারে। শনিবার-ভাই-বোনদের সাথে কলহ বিবাদের মীমাংসা হয়ে তাদের সাথে প্রীতির বন্ধন রচিত হবে। ব্যবসায় যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশে।

বুধ রাশি ঃ রবিবার — যে দিকে হাত বাড়াবেন কর্ম-বেশি সফলতা পাবেন। শারীরিক পীড়া থেকে অনেকটা মুক্তি পাবেন। পাওনা টাকা আদায় হবে। সোম ও মঙ্গলবার— ঝড়-ঝামেলা, দুঃখ, কষ্ট, খরচ ও দুশ্চিন্তা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। দূর ভ্রমণের সজ্জাবনা আছে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— মানসিক ব্যক্তি স্থিতিশীল থাকবে। মানসম্মান, যশ অনেকগুণ বাড়বে। উচ্চ বাক্য প্রয়োগে সযত্ন থাকতে হবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে এবং আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। শনিবার— ধন উপার্জনের চতুমুখী সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে স্থিতিবস্থা বজায় থাকবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশে।

মিথুন রাশি ঃ রবিবার — কর্মে সুনাম-যশ বাড়ে। বেকারগণ নতুন কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোন কাজে সফলতা বোধ হবে। চারিদিক থেকেই শুভবাস্তা পরিলক্ষিত হবে। সন্তানদের সফলতায় গর্ববোধ হবে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— খরচ, দুশ্চিন্তা, শোক, দুঃখ ও দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। দূর ভ্রমণে বিভ্রম্ভনা আসতে পারে। শনিবার— মনোবল, অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়ে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথায় অগ্রগতি হবে। ভাগ্যের মান ৬৬ শতাংশে।

কর্কট রাশি ঃ রবিবার— ভাগ্যলব্ধী প্রসন্ন হয়ে সব কাজে আপনাকে সফলতা দেবে। বিদেশ যাত্রা ও স্বদেশ ভ্রমণ দুটোতেই সফলতা আসবে। সোম ও মঙ্গলবার— বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মপ্রাপ্তির রাস্তা খুলবে। কর্মে সুনাম-যশ ও পদোন্নতির সুযোগ আসবে এবং কর্মে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাগ হবে। কর্মের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ হতে পারে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— গৃহে অতিথির আগমন হতে পারে। চারিদিক থেকেই কিছু না কিছু বাধা সফলতা পাবেন। পাওনা টাকা আদায় হবে। ব্যবসায় প্রচার ও প্রসার ঘটবে। গৃহবাড়ি, ভূ সম্পত্তি ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসবে। শনিবার— গৃহে অশান্তি, দুঃখ, দুর্দশা লেগেই থাকতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশে।

নেশা সামগ্রী কিনতে এসে আটক তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। নেশা সামগ্রী কিনতে এসে এলাকাবাসীর হাতে আটক তিন যুবক। তবে তাদের সাথে আরও দু’জন স্কুট ফেলেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। টাকারজলা থানাবীর পাশালাই বাড়ি এলাকায় এই ঘটনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নাস্টু এবং

অভিজিৎ নামে দুই কারবারির কাছে নেশা সামগ্রী মজুত থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকার যুবকরা নেশা সামগ্রী কিনতে তাদের কাছে ছুটে আসে। রবিবারও কয়েকজন যুবক নেশা সামগ্রী কিনতে এলাকায় আসে। তখনই এলাকাবাসী তাদেরকে পাকড়াও করে। তবে তিনজনের আটক করা

হলেও বাকি দু’জন পালিয়ে যায়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ নাস্টু এবং অভিজিৎ’র বাড়ি তে হানা দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নাস্টু এবং অভিজিৎ’র যন্ত্রণায় তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

কৃষকদের বিরুদ্ধে বদলার বাজেট ঃ মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে এবার সরব হলেন প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্ব। পিসিসির সহ সভাপতি অধ্যাপক মানিক দেব সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট কৃষকদের বিরুদ্ধে বদলার বাজেট। তিনি এও বলেছেন, কৃষকরা যে আন্দোলন সংগঠিত করেছে তাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে নতজানু হয়েছে বলে প্রমাণ হলো। তাতে কৃষকদের জয় হয়েছে। এতেনরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপি সরকার সম্পর্কে কৃষকরা যে কথাগুলো দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, বরং সাধারণ মানুষের জন্যে বিপদ ডেকে এনেছে। একটি অর্থ বছরের



ডেকে এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অধ্যাপক মানিক দেব’র ভাষায় নরেন্দ্র মোদি এবং নির্মলা সীতারমণ কৃষকদের বদলা নিয়েছে। প্রশ্নে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত ভট্টাচার্য শুরুতেই বলেছেন, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য নয়। বরং সাধারণ মানুষের জন্যে বিপদ ডেকে এনেছে। একটি অর্থ বছরের

জন্য বাজেট হয়, দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী এবং তার অনুসারী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন, এই বাজেট দীর্ঘ বছরের দিগ্ নিদর্শন করছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন একশো বছরের আর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন পঁচিশ বছরের। এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে এই বাজেটকে জনবিরোধী বলেছেন প্রশান্ত। তার সাথে অধ্যাপক মানিক

দেব আরও যোগ করলেন এবারের বাজেট প্রমাণ করেছে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য ভাবে না বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিস্মৃত করার বাজেট। তার সাথে এই বাজেট ডিজিটাল বলা হলেও দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে এই বাজেটে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে যাবে। চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাজেট, তাতে কোনও দিশা দেখাতে পারবে না। মানিক দেব বলেছেন, এই বাজেট দেশের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। কর্পোরেটমুখী বাজেট আমজনতার জন্য নয়। এই বাজেট কোনও দিশা দেখাতে পারবে না। কৃষকদের প্রকৃত অর্থে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, এই বাজেটের বিরুদ্ধে তারা মানুষের কাছে মতামত তুলে ধরবেন। গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়ার বাজেট বলে আখ্যায়িত করে মানিক দেব বলেছেন এই বাজেট অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। প্রশ্নে কংগ্রেস কমিটি এই বাজেটের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এদিকে, আরও একটি বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রশান্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ধনীদের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। কংগ্রেসের দরজা সকলের জন্য খোলা রয়েছে। কেউ যদি কংগ্রেসে আসতে চায় তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। এদিকে বাজেটের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেসের আপোলান চলবে চারদিকে।

ময়দানে তৃণমূল, চলছে প্রচার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা/সোনামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ঘোষিত রুকে রুকে ডেপুটেশন কর্মসূচি তৃণমূলের। তারই অঙ্গ হিসেবে আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মসূচি চলছে বলে দলের তরফে জানিয়েছেন রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি দাবি করেছেন, ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। রুকে রুকে এগারো দফা দাবিকে সামনে রেখে সাংগঠনিক যে ডেপুটেশন কর্মসূচি নির্ধারিত হয়েছে সেই কর্মসূচিতে ব্যাপক অংশের মানুষের উপস্থিতি

নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দল। সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুধু সাংগঠনিক কর্মসূচিই নয়, একই সাথে মানুষের মধ্যে তৃণমূল সম্পর্কে যে একটা ভাবনা কাজ করছে সেটাও প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। তৃণমূল শুধু সাংগঠনিক কর্মসূচিই সংগঠিত করছে না, তার সাথে বিভিন্ন জায়গার আবহও বোঝার চেষ্টা করছে। এদিকে সোনামুড়ায় সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় সুবল ভৌমিক, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবলাল চৌধুরীদের উপস্থিতিতে। এই বৈঠকে সংগঠনের নানা বিষয়গুলো নিয়ে

তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর/ গন্ডাছড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ২০২১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে গঠিত হয়েছিল মহারাজ প্রদ্যোত কিশোরের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দল। দলের এক বছর পূর্ণ হওয়াতে রাজ্যের প্রতিটি স্থানেই আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয় তিপ্রা মথা দলের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার দুপুরে তিপ্রা মথা দলের যুব সংগঠন ইয়ুথ



তিপ্রা ফেডারেশন লেফ্‌সা রুক কমিটির উদ্যোগে লেফ্‌সার গমছাকোবরা বাজারে হয় তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুষ্ঠান। গমছাকোবরা বাজারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ তিপ্রা ফেডারেশন রাজ্য কমিটির সভাপতি তথা এমডিসি রুনিয়াল দেববর্মা, ইয়ুথ তিপ্রা ফেডারেশন লেফ্‌সা রুক কমিটির সভাপতি প্রশান্ত দেববর্মা সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্বরা। প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষে প্রথমে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং পরে কেক কাটেন নেতৃত্বরা। অন্যদিকে গোটা রাজ্যের সাথে গণ্ডাথেইসা মহকুমাত্তেও শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে গন্ডাথেইসা মহকুমা পাটি অফিসে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মহস্য দফতরের কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, গন্ডাথেইসা সাব-জোনাল চেয়ারম্যান হিরণময় ত্রিপুরা, তিপ্রা মথা রাইমাতালি রুক কমিটির সম্পাদক প্রমোদ ত্রিপুরা, রুক যুব সংগঠনের সভাপতি উৎপল ত্রিপুরা প্রমুখ। প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে এদিন রাইমাতালির প্রতিটি এডিসি ভিলেজ এলাকার ১০জন করে দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও চারজন অসুস্থ রোগীর চিকিৎসার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয়। পাশাপাশি এদিন এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিপিএম এবং শাসক দল ত্যাগ করে ও পরিবারের ৮ ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন। বন্যগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন ইএম রাজেশ ত্রিপুরা।

দুই সন্তানের বাবার মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। দুই সন্তানের বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় নিজ বাড়িতে। সরস্বতী পূজার দিন বিশালগড় বিশালগড় পূর্ব লক্ষ্মীবিলা এলাকায় এই ঘটনা। মৃতের নাম বিপ্লব শীল। জানা গেছে, আগের দিন রাতে তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। বিপ্লবের স্ত্রী দুই সন্তানকে নিয়ে এদের ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী বিপ্লবের ঘরে আসেন। তখনই তিনি দেখতে পান স্বামীর ঝুলন্ত মৃতদেহ। তড়িঘড়ি মহিলা স্বামীর মৃতদেহ

নিচে নামিয়ে আনেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো তার স্বামী বেঁচে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তিনি আগেই মারা গেছেন। বিশালগড় বিশালগড় পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে ময়নাতদন্তের জন্য। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিজনদের হাতে। বিপ্লব শীলের ভাই জানান, আত্মহত্যা করার মত পরিবারে এদের মতো ঘটনা হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠছে, কেন বিপ্লব শীল এর ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? তার মৃত্যুতে দুটি সন্তান একবারে অসহায় হয়ে পড়লো।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। একজন অধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে রাজ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। সবাইকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে একটি বিধানসভাকে পবিত্র অঙ্গনে পরিণত তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাঁর গুণেই তিনি আজ সকলের মনে স্থান করে নিতে পেরেছেন। একজন অধ্যক্ষ হিসেবে আজও তিনি সকল বিষয়কদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কারণ, তিনি প্রকৃত অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করেছেন। অতীতের কথা উল্লেখ করে এভাবেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের স্মৃতিচারণ করলেন সিপিআইএম পলিবিুরার সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক দেবনাথ, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দি, বাদল চৌধুরী, জীতেন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। সার মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের স্মরণসভা। এই সভার শুরুতেই প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। তত্বকেই বিধানসভার অধিবেশনে তাদের অভিজ্ঞতার বিষয় তুলে ধরে রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের স্মৃতিচারণ করেছেন। উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভার সবচেয়ে বেশি সময়ের অধ্যক্ষ ছিলেন রমেন্দ্র

চন্দ্র দেবনাথ। তার মৃত্যুতে অপরূপীয় ক্ষতি হলো বলে এদিন আবারও বললেন প্রত্যেক বক্তারা। অবশ্যই বাম রাজনীতির নিরিখে একজন বিধায়কের মৃত্যুতে শোকহত সিপিআইএম’র পরিষদীয় টিম। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে



সিপিআইএম’র ১৬ জন জরী হয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। রাজ্য বিধানসভার সর্বশেষ বিধায়ক পদে থাকার আগে রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, ১৫ বছর রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৯৩ সাল থেকে তিনি বিধানসভার নির্বাচনে লড়াই করে

সেন’রও নিবিড় সম্পর্ক ছিলো। বিশ্বক্কু সেন বিক্ষণ্ডে প্রকাশ্যে তুলে ধরে প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ’র ‘সহজ-সরল ও অমায়িক’ জীবনযাত্রার কথা জানিয়েছেন। অনেকেই বলছেন, শাসক বিরোধী সকলের কাছেই প্রিয় ছিলেন বিধানসভার এই প্রাক্তন অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ পদে থেকে তিনি বিধানসভার নির্বাচনে লড়াই করে

আজ রাতের গুণ্ধের দোকান
সাহা মেডিসিন
৯৪৮৫০৩২০৮৪

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৮												
১	৩	৪	৫									১
২	৪										২	৫
৩	১		৭	৮							৪	৯
৪			৯				৮	৫	১			
৫	৬	১				৪	২					
৬	৩	২	৮			১					৪	
৭	১											৮
৮		২			৩	৬						
৯	৭	৬	৮			১	৪	৩				
১০	৩	৪	৯	২	৫	৬	১	২				
১১	৬	৮	১	৩	৭	৮	৫	৪				
১২	১	৫	৬	৪	৮	৯	৭	৩				

পুকুরে বিষ ক্ষতিগ্রস্ত মাছ চাষি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। রাতের আঁধারে কে বা কারা পুকুরের জলে কীটনাশক ঢেলে দেয়। যার ফলে প্রচুর সংখ্যক মাছের মৃত্যু হয়েছে। বিলোনিয়ার বন্ধুমুখা আশাপূর্ণা কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বিষ্ণু মজুমদারের বাড়িতে এই ঘটনা। কে বা কারা শনিবার রাতে বিষ্ণু মজুমদারের পুকুরে বিষ ঢেলে দেয়। এতে প্রচুর সংখ্যক মাছের মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে পরিবারের লোকজন পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখতে পান সব মরা মাছ তেঙ্গে উঠেছে। বিষ্ণুবাবুর বড় ভাই জানান, আজ থেকে ৭-৮ বছর আগে একইভাবে পর পর দু’বার তাদের পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। এমনকী দু’বার তাদের খড়ের কুঞ্জেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এলাকার কারোৱ সাথেই তাদের কোন বিবাদ নেই বলে তিনি দাবি করেন। তাই এবারের ঘটনার সাথে জড়িত বলে কাউকেই তারা সন্দেহ করতে পারছেন না। তার বক্তব্য যারাই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের মানসিকতা খুবই ন্যাকারজনক।

শোক ও শ্রদ্ধা

থ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। লতা মদেশ্বর-এর প্রয়াণে আমি বেদনাহত। আমাদের উপমহাদেশের সংগীত জগতে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। সৃষ্টি হলো এক মহা শূন্যতা। কোন বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা মানে ধ্বংসটা দেখানো। সংগীত জগতে তাঁর উ পমা বিকল্পহীনভাবে তিনি নিজেই। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীরভাবে আত্মরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বক্সনগর ব্লকের বাতাদোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মীয়মাণ স্কুল বিল্ডিং-এর কাজ নিয়ে এলাকাবাসীর তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এই কাজের বরাত দেওয়া হয়। দ্বি-তল বিশিষ্ট স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয় ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। কাজটি শেষ করার কথা ৯ মাসের মধ্যে। কিন্তু কাজ শুরুও ৩ মাসের মধ্যেই এলাকাবাসী বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন। তাদের কথা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ নিম্নমানের হচ্ছে। যার ফলে ঢালাই করা ফ্লোর এখনই

ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাছাড়া ফ্লোরটি অনেকটা নিচে চেপে গেছে বলেও তাদের অভিযোগ। স্কুল বিল্ডিং-এর সামনে মজুতকৃত বালি, পাথর খুবই নিম্নমানের। ইট নিয়েও সম্ভস্ত নন এলাকাবাসী। তাদের কথা অনুযায়ী বালিতে মাটি মিশ্রিত আছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, তারা এসব নিয়ে আগেই কথা বললে পাল্টা হুমকি দেওয়া হয়। কাজের সাথে জড়িত কয়েকজন মিলে গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়েছে কাজে আসলে তাদের দেখে নেবে। এলাকাবাসী সংবাদমাধ্যমের কাছে কথা বলতে গিয়ে সেই বিষয় গুলো তুলে ধরেন। এমনকী তারা প্রয়োজনে নিম্নমানের কাজ নিয়ে আন্দোলনে শামিল হওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, নির্মাণ কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব যে আধিকারিকদের উপর নাস্ত করা হয়েছে তারা এখন কোথায় আছেন? তারা কখনও কি নির্মাণস্থলে গিয়ে কাজের তদারকি করেছেন? যদি না করে থাকেন তাহলে এলাকাবাসীর যে অভিযোগ উঠে এসেছে তা সত্যি বলেই ধরে নেওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

দু’দিনে লাগামহীন যান সন্ত্রাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড় /শান্তি র বাজার/ কল্যাণপুর/কমলাসাগর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গত দু’দিনে রাজা জুড়ে লাগামহীন যান সন্ত্রাস চলে। যার ফলে আহত হয়েছেন বহু লোকজন। রবিবার বিকেলে বিশালগড় থানার বাইপাস রোডে উন্নয়নপুর থেকে আগরতলার দিকে আসা এক দম্পতি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের রক্তজ্ব অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাদের রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। জানা গেছে, আহতরা হলেন খোকন চাকমা এবং কুমুম চাকমা। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার মনপাথর বাজারে অটো এবং বাইকের সংঘর্ষে আহত হন দু’জন। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলাহাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদিকে, শনিবার রাতে বরযাত্রীর বাস এবং কাঠ বোঝাই বলোরোর সংঘর্ষে আহত হন ৫ জন। ওইদিন রাত ৯টা নাগাদ বীরচন্দ্রপুর সালখাম্‌ন পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টিআর০৮-১২১৫ নম্বরের বাসে থাকা দেয় অপরদিক থেকে আসার কাঠ বোঝাই বলোরো গাড়ি যানার পর বলোরো গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ গাড়ি আটক করতে পারলেনও লোক গা-ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। বলোরোর থাকায় বাসের সামনের অংশ প্রাচণ্ড



কর্মীরা এসে আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে, সরস্বতী পুজোর দিনেও রাজো থেমে ছিল না যান দুর্ঘটনা। মারুতি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয় এক যুবক। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানা যায়, শনিবার দুপুরে টি আর ০১জে৬৪১৬ নম্বরের বাইক নিয়ে দিবাকর চক্রবর্তী নামে এক যুবক আগরতলা থেকে বিশালগড় আসছিল। অপরদিকে টিআর০৭ডি০৪৪৫ নম্বরের একটি

সেকেরকোট স্থিত অকর্নীড় সংলগ্ন জাতীয় সড়ক এলাকায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় দুই যুবক। জানা গেছে, সরস্বতী পুজো দেখার জন্য স্কুটিতে করে আগরতলা থেকে বিশালগড় যাচ্ছিল যোগেন্দ্রনার আদর্শ কলোনি এলাকার দুই যুবক বাপন দাস এবং অজয় দাস। মাত্রাতিরিক্ত গতিতে থাকা স্কুটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেকেরকোট অকর্নীড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় হিটকে পড়ে যায়। গুরুতর আতত হয় উভয় যুবক। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি /কদমতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সরস্বতী পুজার দিন দিনদুপুরে ঘরের দরজা ভেঙে টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এক যুবক। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। গণধোলাইয়ের পর তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। কদমতলা থানারীন প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের ইচাই নতুনবাজারের রঞ্জিত নাথ এবং তার পরিবারের সদস্যরা শনিবার অনার্ড বেরিয়ে যান। সেই সন্ধ্যোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ঘরে হানা দেয় চোরের দল। ঘর থেকে নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চোরের দল। কিন্তু প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে যান। চিৎকার করতেই সবাই রাস্তায় ছুটে আসে। চোরের দলের সর্দারকে তারা ধরে ফেলে। বাড়ির মালিক জানান, বাকি অভিযুক্তরা টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে গেছে। তারা যাকে ধরতে পেরেছে তার নাম হোসেন আহম্মেদ (২২)। তার বাড়ি অসমের পাথারকান্দি থানাধীন ডেউবাড়ি গ্রামে। কদমতলা থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে রবিবার ধর্মনগর আদালতে পেশ করে। পুলিশের ধারণা হোসেন আহম্মেদের মাধ্যমে তারা বাকি অভিযুক্তদের শীঘ্রই ধরতে পারবে।

রাজনৈতিক বাধায় কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ঠিকভাবে কাজ করতে না পারায় ধর্মীয় বসে শ্রমিকরা। ঘটনা শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসি এডিসি ভিলেজে এলাকায়। জানা যায়, উক্ত এলাকায় ওএনজিসি নামক সংস্থায় যে সলক শ্রমিকরা কাজ করছে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। কলসি এডিসি ভিলেজে কাজ করতে গেলে তিপ্রা মথা দলের কর্মীদের বাধাদানের সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ। যার ফলে শনিবার ধর্মীয় বসে শ্রমিকরা। শ্রমিকরা যেন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এই দাবি রাখা হয়। কোন প্রকার প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া এই ধর্মীয় ফলে বাইখোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পরবর্তী সময় পুলিশের হস্তক্ষেপে ধর্ম থেকে সরে দাঁড়ায় শ্রমিকরা। অপরদিকে গুপ্তন, এদিন তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানকে অসফল করতে শ্রমিকদের দিয়ে এ ধরনের কাণ্ড করানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রমীলা বাহিনীর হাতে নেশা সামগ্রী-সহ আটক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ফেব্রুয়ারি।। এলাকার প্রমীলা বাহিনীর হাতে আটক নেশা সামগ্রী সহ এক যুবক। ঘটনা দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার দুপুর নাগাদ অন্যান্য দিনের মতোই বিশালগড় নেতাজি নগর এলাকার কেশব দাস (৩৫) নেশার ট্যাবলেট নিয়ে দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়া এলাকায় আসলে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। এলাকার মহিলারা সকলে একত্রিত হয়ে কেশব দাসকে আটক করে। কেশব দাসের বাড়ি বিশালগড় নেতাজিনগর এলাকায়। সে প্রায়

সময়ই দক্ষিণ চড়িলামে নেশার ট্যাবলেট নিয়ে আসতো বলে অভিযোগ। শনিবার দুপুরে যখন সে দক্ষিণ চড়িলাম এলাকায় নেশার ট্যাবলেট নিয়ে একজনের বাড়ি তে আসলে বাড়ি র লোকজনদের সন্দেহ হয়। পরবর্তীতে এলাকাবাসীরা জড়ো হয়ে যুবককে আটক করে খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে কেশব দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

মহিলাকে পিটিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরছে অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আক্রান্ত মহিলার বাবা এক সময় হোমগার্ড হিসেবে গল্প করত ছিলেন। তাই তিনি আক্রান্ত হওয়ার পর অনেক আশা নিয়ে পুলিশের কাছে ছুটে আসেন। ভেবেছিলেন যেহেতু তার বাবা পুলিশে ছিলেন তাই কিছুটা হলেও তিনি বিচার পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিশালগড় থানায় এবং বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযোগ জানিয়েও সেই নির্যাতিতা কোন বিচার পাননি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, তার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি। এদিকে, শনিবার সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কামায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতা। তিনি পুলিশের ভূমিকায় একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

আর সেই ঘটনা মকর সংক্রান্তির রাতে। ওইদিন প্রতিবেশী এক ব্যক্তি মহিলার বাড়িতে বসে গল্প করত ছিলেন। তখনই প্রতিবেশী আরেক যুবক তাদের বাড়িতে এসে সেই ব্যক্তিকে মারধর করে। মহিলা ঘটনাটি দেখে অভিযুক্তকে বাধা দেন। অভিযোগ, তখনই মহিলাকেও সে মারধর করে। ঘটনার পর মহিলা বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন। সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় মহিলা থানায়। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি। এদিকে, শনিবার সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কামায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতা। তিনি পুলিশের ভূমিকায় একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

NOTICE INVITING SHORT QUOTATION FOR PURCHASE OF DISPOSABLE A.I.SHEATH FOR ARTIFICIAL INSEMINATION (AI) WORK IN THE STATE OF TRIPURA DURING THE YEAR 2021-2022.	
The details of the terms & conditions of Notice inviting short quotation (NISQ) will be available from the Office of the Chief Executive Officer, Tripura Livestock Development Agency (TLDA), Astabal, Agartala on all working days from 11.00 AM to 4.00 PM till 15/02/2022 & also in the website of Tripura www.tender.gov.in / www.arddtripura.nic.com / www.tripurastateportal&www.tripurainfo.com & 3 (Three) local dailies.	
ICA-C-3618-22	Sd/- Illegible (D.K Chakma) Chief Executive Officer Tripura Livestock Dev. Agency Astabal, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: 28/EE/KLSD/2021-22		dated 03.02.2022
The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the "Governor of Tripura" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAAD/CES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 22.02.2022 for the following work:-		

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Construction of building for Kailashahar PWD(R&B) Division and Sub-Division Office at Kailashahar, Unakoti District, Tripura/SH: Building portion including Internal water supply, Sanitary Installation, Sewage & Drainage works / Remaining Work. (2nd Call) DNIT No. CE(Buildings)/PWD/DNIT / ACE/Project Unit/51/2021-22	Rs. 2,82,64,105.13	Rs. 2,82,64,100	18 (eighteen) Months	up to 15.00 Hrs on 22.02.2022	At 16.00 Hrs. on 22.02.2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeeklspwd@yahoo.in								
ICA-C-3630-22		Sd/- Illegible Executive Engineer Kailashahar Division, PWD (R&B) Kailashahar, Unakoti District, Tripura						

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD (R & B), Teliamura, Khowai, Tripura invites on behalf of the "Governor of Tripura" Percentage rate e-tender vide PNIEt No. 18/EE/TLM/21-22, Dt. 29/01/2022 for the following works up to 3.00PM on 19/02/2022 . Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in from 01/02/2022 to 19/02/2022 .	
---	--

Sl. No.	NAME OF THE WORK/DNIEt No.	ESTI-MATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDERER
1	"Setting up of Electric cremation furnace at Teliamura Municipal Council in/cd. Civil, Mechanical works." (2nd Call). DNIT No: 22/SE-II/PWD(R&B)/2020-21.	₹78,53,441.00	₹78,534.00	09 (Nine) Months	Appropriate Class
ICA/C-3631-22		Sd/- Illegible (Er. G. Jamatia) Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B).			

সন্ন্যাসীর মুখে লতার বেলুড় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য

মঠ দর্শনের স্মৃতিচারণ...

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি।।। সুর সম্রাজ্ঞী লতা মদেস্ককরের প্রয়াণে শোকের ছায়া বেলুড় মঠে। শোকসত্ত্ব রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ। হঠাৎ করেই একদিন লতাজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সেই সুন্দর মুহূর্তের স্মৃতি সুবীরানন্দজি ভাগ করে নিলেন কলকাতা টিভি ডিজিটালের সঙ্গে। শোনালেন, লতাজির বেলুড় মঠ দর্শনের অনাড়ম্বর কাহিনী। ১৯৯০ সালের প্রথম দিক। একদিন ভোরবেলায় বেলুড় মঠে পায়চারি করছিলেন স্বামীজি। হঠাৎই নজর পড়ে আটপৌরে শাড়ি পরে মূল মন্দিরের সামনে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন এক বয়স্কা মহিলা। প্রথমে বুঝতে পারেননি, মহিলাটি কে। পরমুহূর্তেই য়োর কাটল। বেলুড় মঠে হাজির স্বয়ং লতা মদেস্ককর। প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি

তিনি। সদি্ত ফিরতেই অভিনন্দন জানান ওই কিংবদন্তি শিল্পীকে। সেই সময়কার প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজির সঙ্গে দেখা করতে চান লতাজি। মহারাজের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় সুরসম্রাজ্ঞীকে। মহারাজ তাঁকে চেয়ারে বসতে বললেও তিনি বেছে নিলেন মহারাজের পদতলের গালিচা। পায়ের কাছে বসে প্রণাম সারলেন লতা। তাঁকে আশীর্বাদ করে দীর্ঘদিন মানুষের সেবায় নিজেকে বাস্ত রাখতে বলেন মহারাজ। প্রেসিডেন্ট মহারাজের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে আশ্চুত লতাজি একটি গান শোনাতে চেয়েছিলেন। মৃদু হেসে মহারাজ সেদিন নিরস্ত করেন তাঁকে। বলেছিলেন, অন্য একদিন তাঁর গলায় গান শুনবেন তিনি। লতাজি তাঁকে প্রণাম করে জানান, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, মহারাজ গান শুনতে চাইলে



সব ফেলে তিনি বেলুড় মঠে চলে আসবেন। মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় আধঘণ্টা মঠে ছিলেন লতা। প্রসাদ খেয়ে মহারাজের সঙ্গে কথা বলে বিদায় নেন সংগীত সম্রাজ্ঞী। তাঁর

একবারেই ব্যক্তিগত, অনাড়ম্বর এই বেলুড় মঠ দর্শন কাকপক্ষীও টের পায়নি সেদিন। লতাজির সঙ্গে সেদিন ছিলেন ছোট বোন উষা মদেস্ককর এবং আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।।

শিবাজি পার্কে। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে মুখায়ি করা হয় তাঁর। দেওয়া হয় গান স্যালুট। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার আগে তাঁর মরদেহের ওপর থেকে সরানো হয় জাতীয়

পতাকা।এদিন সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে লতা মদেস্ককরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে ছিলেন আটজন পুরোহিত। মুখায়ি করেন তাঁরাই। ৩০ মিনিট ধরে চলে মন্ত্রোচ্চারণ। বিএমসির কর্মীদের সঙ্গে চিতা সাজানোর কাজে হাত লাগিয়েছিলেন মদেস্ককর পরিবারের সদস্যরাও। শেষযাত্রায় शामिल হয়েছিলেন প্রায় ২৭০০ পুলিশ। ছিলেন ডিসিপি-সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা। হাজির ছিলেন আশা ভোঁসলে, উষা মদেস্ককর। সেখানেই দেওয়া হয় গান স্যালুট।এদিন মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে লতা মদেস্ককরের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শেষ শ্রদ্ধা জানান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, এমএনএস নেতা রাজ ঠাকরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল।ছিলেন সত্বীক-শচিন তেভুলকর, শাহরুখ খান, আমির খান, জাভেদ আখতার, রণবীর কাপুরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়া দূর থেকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। লতা মদেস্ককরের প্রয়াণে শোকাহত অনুরাগীরা। আরব সাগরের পাড়ে শিল্পীর সব থেকে বেশি ওঠা-বসা থাকলেও বাংলা সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তাঁর যেন একটু বেশিই যোগ ছিল। শোক প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পী অন্তরা চৌধুরী বলেছেন, তাঁর বাবা সলিল চৌধুরী যেন লতা মদেস্ককরের জন্যই বেশি গান লিখেছিলেন।কুমার শানু বলেছেন, এই মৃত্যু তাঁর কাছে মাতৃশোকের মতো। শোক প্রকাশ করে আত্মার শান্তি কামনা করেছেন হৈমন্তী গুপ্তা থেকে শুরু করে কৌশিকী চক্রবর্তী, শ্রেয়া ঘোষালের মতো শিল্পীরা। করোনা পরবর্তী জটিলতাই শেষ করে দিল ৯২ বছর বয়স্ক সুর সম্রাজ্ঞীকে। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ৮ জানুয়ারি তাঁকে মুম্বইয়ের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে করোনা মুক্তিও ঘটে তাঁর। মধ্যে তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করেও আনা হয়েছিল। কিন্তু নিউমোনিয়াজনিত

কারণে দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। যার জেরেই এদিন সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।লতাজির ভাই হৃদয়নাথ মদেস্ককরের সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’দিন আগেও জ্ঞান ছিল লতা মদেস্ককরের। তিনি বাবা হৃদয়নাথ মদেস্ককরের গান শুনেছিলেন। গান শুনতে হাসপাতালে ইয়ার ফোনের অর্ডারও করা হয়েছিল। সুর সম্রাজ্ঞী এক হাজারেরও বেশি হিন্দি ছবিতে গান গেয়েছেন। তিনি ভারতের একজন স্বনামধন্য গায়িকা ছিলেন। তিনি গানে রেকর্ড গড়েছিলেন। ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাতে ও বিদেশি ভাষায় গান একমাত্র তিনিই গেয়েছিলেন। তিনি গান গেয়ে ভারতরত্ন (২০০১), পদ্মবিভূষণ (১৯৯৯), দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৮৯), মহারাষ্ট্রভূষণ পুরস্কার (১৯৯৭), এনটিআর জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯), পদ্মভূষণ (১৯৬৯) সালে পেয়েছিলেন। তাঁর সুন্দর গানে মুগ্ধ স্রোত। গায়িকার মৃত্যুতে শোকসত্ত্ব সঙ্গীতমহল থেকে সকলে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

মাহুম বিল্লাহ, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। উপমহাদেশের কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী ভারতবর্ষ লতা মদেস্ককরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ছেঁন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার এক শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি লতা মদেস্ককরের বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করেন। তার শোকসন্তু পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক শোকবার্তায় বলেন, “সুরসম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে উপমহাদেশের সংগীতাদনে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হল। লতা মদেস্ককর তার কর্মের মধ্য দিয়ে চিরদিন এ অঞ্চলে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।” তিনি এই শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তু পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এদিকে কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী লতা মদেস্ককরের সামনে

● এরপর দুইয়ের পাতায়



১। ১৯৪৮ সালে সঙ্গীত জগতের ডিরেক্টর গুলাম হায়দারের তত্ত্ববধানে তালিম নেওয়ার দৃশ্য। পরে লতা মদেস্ককর বলেছিলেন গুলাম হায়দার আমার গডফাদার।

২। সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তী মিনু কাত্রক, ভূপেন হাজারিকা, ওংপলা সেন, অসিত সেন ও হেমন্ত কুমারের সাথে লতা মদেস্ককর।

৩। হাজারত জয়পুরী ও মহম্মদ রফির সাথে লতা মদেস্ককর।

৪। ১৯৪৯ সালে ‘আয়েগা আনেবালা’ জনপ্রিয় গানের মধ্য দিয়েই সঙ্গীতের জগতে নিজের পরিচিতি তুলে ধরেন। সেই সময় লতা মদেস্ককরকে সংবর্ধিত করেছিলেন কিশোর কুমার।

কেঁদে ফেলেছিলেন নেহরু লতা তবুও গেয়েই চলেছেন

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি।।। তাঁর সুরের ধারায় বারবার আবেগে র্তান করেছেন সঙ্গীতপ্রেমীরা। দুঃ খে হোক বা বিরহে তাঁর গাওয়া গানের স্মরণ নেননি, এমন ভারতীয় খুঁজে পাওয়া দুন্দর। সেই লতা মদেস্ককরের গান শুনে একবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও কেঁদে ফেলেছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২৭ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক পরের দিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে মঞ্চে বসে লতার গান শুনেছিলেন নেহরু। হাজার হাজার জনতার সামনে লতা গাইছিলেন “অ্যায় মেবের বতন কে লোগো...” লতার গান শুনে মঞ্চে বসে সেদিন প্রকাশ্যেই হাপসু নয়নে কেঁদেছিলেন নেহরু।তার মাস কয়েক আগেই ১৯৬২ সালের নভেম্বরে শেষ হয়েছে কাশ্মীরের সীমান্তে ভারত-চিনের যুদ্ধ। তখনও ভারতীয়দের মনে দগদগে যুদ্ধের স্মৃতি। একমাস ধরে চলা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ভারত। আকস্মি় চিন কন্ডা করেছিল চিন। যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হয়েছেন হাজার হাজার ভারতীয় সেনা। চিনের হাতে বন্দিও হয়েছেন প্রায়

হাজার চারেক। জখম বহু। নেহরু ঘনিষ্ঠরা বলেছেন, সেই সময় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন নেহরু। তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল তাঁর শরীরেও। লতার গান শুনে সম্ভবত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি সেদিন যুদ্ধে শহিদ ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে ওই গান লিখেছিলেন প্রদীপ জি নামে এক কবি। গানের কথা ছিল ‘পর মত ভুলো সীমা পর বীরো নে হ্যায় জান গাবসে, কুছ ইয়াদ উনে ভি করলো যো লগুটকে ঘর না আয়ে...’। জানা যায়, গানটি প্রথমে গাইতে রাজি হননি লতা। পরে কবির ব্যক্তিগত অনুরোধে গানটি গাইবেন বলে স্থির করেন। রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠানের একদিন আগে গানটি তোলেন লতা। তারপরেই ওই গান। যা শুনে নিজের চোখের জল আটকে রাখতে পারেননি জওহরলাল।পরে অন্ত্যুষ্ঠ শেষ হলে লতাকে থেকে তাঁর আবেগের কথা জানাতেও ভোলেননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। শোনা যায়, লতাকে সেদিন নেহরু বলেছিলেন, ‘আপনি তো আমাকে কাদিয়ে দিলেন।’



জখম এন সি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আবারও জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের প্রবীণ মন্ত্রী এন সি দেববর্মাকে। তার মাথায় আঘাত লেগেছে। জানা গেছে, রবিবার সকালে কৃষ্ণনগরের নিজের বাড়িতে পা পিছলে পড়ে যান এন সি দেববর্ম। মাথার পেছনে আঘাত লাগে তার। জখম অবস্থায় এন সি দেববর্মাকে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালেই তার সিটিস্ক্যান হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তিনি জানান, সকালে ভাত খেয়ে নিজের ঘরেই বসা ছিলেন এন সি দেববর্ম। চপ্পল পড়ে ব্যক্তিগত কাজ করার সময় পা পিছলে পড়ে যান। মাথার পেছনে চোট লাগলেও বিপদের কিছু নেই। ডাক্তারদের পরামর্শেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজস্বমন্ত্রী। ছুটি পেয়ে বাড়িতে থাকলেও ব্যক্তিগত কাজ নিজেই করতেন। রবিবার সকালেও সরকারি কাজকর্ম করেছেন। কিন্তু আচমকাই পা পিছলে

এসএটিপি’র আশঙ্কা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বর্তমান মেরুকরণের রাজনীতি আগামী দিনে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। বিশেষত জাতি-উপজাতিদের পৃথকীকরণের কারণে রাজ্যে দীর্ঘদিনের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে আবারও বৈরী সমস্যা সহ বাড়তে পারে বেআইনি কার্যকলাপ। এমনটাই আশংকা করছে দক্ষিণ এশিয়া নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সংস্থা সাউথ এশিয়া টেরোরিজম পোর্টাল বা এস এ টি পি। প্রখ্যাত আই এ এস অফিসার কে পি এস গিল প্রতিষ্ঠিত এই সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ সংস্থা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ২০২১ সালের পর্যালোচনায় এই আশংকা করে। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক এই সংস্থা দক্ষিণ এশিয়াতে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ২০০০ সাল থেকেই নানা তথ্য ও বিশ্লেষণ মূলক কাজ করে আসছে। সংস্থা প্রতি বছরই ভারতের জন্মু-কাশ্মীর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

রাজ্য গুলি এবং মাওবাদ অধ্যুষিত রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিশ্লেষণ মূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। নতুন বছরে জানুয়ারির প্রথম সময়েই রাজ্যভিত্তিক প্রতিবেদনে এই বছরও ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে এস এ টি পি। ২০২১ সালে রাজ্যে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেনি। তবে ২০২০ সালের বিভিন্ন ঘটনা ও ২০২১ সালে টি টি এ এ ডি সি নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যে যে মেরুকরণ ঘটেছে তা আগামী দিনে রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করার কারণ হতে পারে বলে প্রতিবেদনে আশংকা করছে এস এ টি পি। এন আর সি এবং সি এ এ নিয়ে ২০২০ সালে রাজ্যবাসী বেশ কয়েকটি আন্দোলন দেখেছে। তাছাড়া মিজোরামের রিয়ান্ শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত বিবাদ নিয়ে দু’একটি মারাত্মক আশাশুঙ্ক ঘটনা ঘটেছে। রিয়ান্ শরণার্থীদের পুনর্বাসনের প্রতিবাদে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে যৌথ আন্দোলনের মধ্যে এক দমকল কর্মী এবং শ্রীকান্ত দাস নামে এক নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। অবশ্য ঘটনার সূত্রপাত এর মাসখানেক আগের। ২০১৯ সালের শেষ দিক থেকেই সি এ এ আর এন আর সি নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজ্যের উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক আশংকা করছে এস এ টি পি। পাশাপাশি সীমান্ত তুলনায় শূন্য হলেও উপজাতি জেলা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সি এ এ আর এন আর সি নিয়ে প্রচারে নামে। এই বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর তিপ্রা দলের প্রধান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্গ আই এন পি টি দলের প্রধান বিজয় কুমার রাংখলাকে এক চিটিতে সি এ এ আর এন আর সি ইস্যুতে উপজাতি স্বার্থে

ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। এরপর ১ অক্টোবর তিপ্রা, আই এন পি টি এবং আরেক উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল টি পি এফ এক যৌথ বিবৃতিতে ৫ দফা দাবি পেশ করে। যার মূল দাবি ছিল রাজ্যে এন আর সি লাগু করা, সি এ এ বাতিল সহ রাজ্যের উপজাতিদের বেদখল হয়ে যাওয়া গণ পুনরুদ্ধার করা। এরপরই পানিসাগর মহকুমায় মিজোরাম রিয়ান্ শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে বাজলিদের বেকখল আন্দোলন শুরু করে। যা পরবর্তী সময় হিংসাত্মক রূপ নিয়ে নেয়। ঘটনায় গণপিটুনিতে এক দমকল কর্মীর মৃত্যু হয়। পাল্টা পুলিশের গুলিতে মারা যান শ্রীকান্ত দাস নামে এক নাগরিক। এস এ টি পি এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষাপটেই রাজ্যে আবার জাতি-উপজাতি মেরুকরণের রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে। এই মেরুকরণের সংক্রমণ আগামী দিনে রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটানোর আশংকা করছে সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ এই সংস্থা। এতে গতি দিতে পারে রাজ্যের তিন দিক ঘেরা বাংলাদেশ সীমান্ত। সীমান্ত এলাকার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে আবার সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম মাথাচাড়া দিতে পারে বলে আশংকা করছে এস এ টি পি।

করোনা়য় মৃত্যু শূন্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। করোনা়য় মৃত্যু বহুদিন পর শূন্যে নামলো। রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে করোনা আক্রান্ত কেউ মারা যাননি। তবে এ সময়ে করোনার সোম্বা পরীক্ষা নামানো হয়েছে ১ হাজার ৬ জনে। তাদের মধ্যে ১৩ জন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছে। রাজ্যের সব জেলায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নেমে এসেছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রবিবার দুপুর পর্যন্ত ৮৮৭ জন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশেও নেমেছে করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। তবে নামছে না মৃত্যু। ২৪ ঘণ্টায় ৮৬৫ জন সংক্রমিত মারা গেছেন। এই সময়ে সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন ১ লাখ ৭ হাজার।

সবাই সুস্থ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে চোখের ছানির অস্ত্রোপচারও গারাবাহিকভাবে করা হচ্ছে। ৩৩ ৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ফনী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম মোট ৪০ জনের চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে সকলেই সুস্থ আছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

হিজাব বিতর্কে উত্তাল কর্ণাটক! বিজেপি সরকারের নিষেধাজ্ঞায় বিক্ষোভ রাজ্যজুড়ে

ব্যাঙ্গালুরু, ৬ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব বিতর্কে সরগরম হয়ে উঠেছে কর্ণাটক। অনেক দিন ধরেই এই বিতর্কে চলছিল। কিন্তু তা নতুন মাঝা পেল শনিবার। সে রাজ্যের সরকার জানিয়ে দিয়েছে, যে সব পোশাক সমতা, অখণ্ডতা ও আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী তা পরা যাবে না। হাতবিকভাবেই এই নির্দেশ ঘিরে নতুন করে চড়েছে বিতর্কের পায়দ।প্রশ্ন উঠছে, কোনও রাজ্যের প্রশাসন এমন নির্দেশ কি দিতে পারে?এপ্রসঙ্গে কর্ণাটক সরকারের দাবি, সংবিধানে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে দেশের সবনাগরিককে, এই নির্দেশে তা ক্ষুণ্ন হচ্ছে না। পোশাক নিয়ে কর্ণাটকের এই বিতর্ক অবশ্য আজকের নয়। কর্ণাটক শিক্ষা আইন, ১৯৮৩-র ১৩৩(২) ধারা অনুযায়ী,

সমস্ত পড়ুয়াকেই কলেজ কমিটির বেছে দেওয়া পোশাক পরেই কলেজে আসতে হবে। কিন্তু বছরের গোড়া থেকেই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছিল এই বিতর্ক। সেই সময় উদুপি ও চিক্কামাগালুর কলেজের কিছু পড়ুয়া হিজাব পরা শুরু করলে শুরু হয় বিক্ষোভ। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী কর্ণাটক সরকারের সমালোচনা করে বলেন, দেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে চাইছে এই সমালোচনা। অন্য দিকে গেরম্বা শিবিরের বক্তব্য ছিল, এই নিষেধাজ্ঞায় কোনও ভুল নেই। কলেজ চব্বরের মধ্যে তালিবানি পরিবেশ তৈরি করা চলবে না বলে তাঁরা আওয়াজ তোলেন। হিন্দু শিক্ষার্থীদের দেখা যায় গেরম্বা পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখাতে শনিবারই রাহুল গান্ধী টুইট

করেন, “শিক্ষার পথে হিজাবকে বাধা হতে দিয়ে আমরা ভারতের মেয়েদের ভবিষ্যৎ কেড়ে নিচ্ছি। মা সরস্বতী সকলকে জ্ঞান দান করেন। তিনি বিভেদ করেন না।” পাল্টা তোপ দেগেছে কর্ণাটক বিজেপি। তাদের অভিযোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ঢেঁকাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা উল্লেখ্য, মুসলিম ছাত্রীদের ক্লাসরুমে হিজাব পরা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে রাজা সরকার। কিন্তু কলেজ হিজাব পরে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে বটে, তবে ছাত্রীরা ওই পোশাক পরে ক্লাসরুমে পারবেন কিনা, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করা হয়নি। এদিকে মুসলিম ছাত্রীদের দাবি, তাঁদের হিজাব পরেই ক্লাস করার অনুমতি দিতে হবে। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত দক্ষিণের রাজ্যটি।

গোয়া়য় বাবুলের উপর হামলা

পানাজি, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ভোটমুখী গোয়া়য় প্রচারে গিয়ে আক্রমণের শিকার তৃণমূল নেতা বাবুল সূত্রিয়। রবিবার ভোট প্রচারের সময় থারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায় কিছু দ্রুত্ব, টুইটারে এমনটাই জানিয়েছেন বাবুল বাবুলের আনিয়োগে। গত বাবুল হামলা চালানো ওই দ্রুত্বতী একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। সেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিজেপিও কংগ্রেস দুই জাতীয় দলেরই যোগসাজশ রয়েছে। টুইটারে বাবুল লেখেন, ‘গোয়ার স্থানীয় একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত দ্রুত্বতী আমার উপর থারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। কংগ্রেস ও বিজেপি-র মতো দুই জাতীয় দলের আশীর্বাদে নির্বাচনে লড়ছে ওই দলটি। কিন্তু নিরাপত্তাধিকারের জন্য

আমি রক্ষা পেয়েছি।’ তাঁর উপর হামলার ঘটনা নিয়ে একের পর এক টুইট করেছেন বাবুল। জানিয়েছেন, ওই ঘটনার পর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ চলে আসে সেখানে। তবে তিনি এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ জানাননি। টুইটারে বাবুল আরও

লেখেন, ‘মানুষের কাছে ভোট চাওয়া প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অধিকার। আমি একাই ওই দ্রুত্বতীকে শাস্যেস্তা করতে পারতাম। কিন্তু তে ক্ষণে পুলিশ চলে এসেছে।’ আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এক দফায় নির্বাচন গোয়া়য়। ফল ঘোষণা ১০ মার্চ।

চান্নি’ই পাঞ্জাবে কংগ্রেসের ‘মুখ্যমন্ত্রীর মুখ’

চণ্ডীগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। অবশেষে জরুরার অবসান। পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের সপ্তাহ দুই আগে কংগ্রেস জানিয়ে দিল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নিই হতে চলেছেন দলের ‘মুখ্যমন্ত্রীর মুখ’। রবিবার লুধিয়ানা এই ঘোষণা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, দলের প্রাক্তন সভাপতি এদিন বলেছেন, ‘কর্ণাজিৎ সিং চান্নিই আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে চলেছেন।’ তাঁর এই ঘোষণার সঙ্গেই যেন সমাপ্তি ঘটল গত কয়েক সপ্তাহের বিতর্কে। ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং সরে যাওয়ার পরে চান্নিকেই পাঞ্জাবের মনসদে বসানো হয়েছিল। কিন্তু তিনিই ভোটে দলের মুখ হবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। শোনা যাচ্ছিল, নভজ্যোৎ সিং সিধুও হয়তো চান্নির পরিবর্তে দলের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হতে পারেন। এদিকে গত বৃহস্পতিবার ইন্ডি়র হাতে প্রণাম হল চরণজিৎ সিং চান্নির ভাইপো ভূপিন্দর সিং হান্নি।

দাপট দেখিয়ে জিতলো লালবাহাদুর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : লালবাহাদুর এবং এগিয়ে চল সংঘ দুইটি দল আগেই সুপার ফোরে জয়গা করে নিয়েছিল। রাখাল শিষ্টে লালবাহাদুর-কে হারিয়েছিল এগিয়ে চল সংঘ। রবিবার দেখার বিষয় ছিল যে, লালবাহাদুর সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারে কি না? বলতেই হবে শুধু প্রতিশোধ নয়, স্কুদে-আসলে সব কিছু তারা ফিরিয়ে দিলো। চলতি মরশুমের সবচেয়ে বাজে ম্যাচ খেলানো এগিয়ে চল সংঘ। যে লালবাহাদুর প্রথম দিকে ধুঁকছিল সেই দলটি এখন তেজি খোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে। এগিয়ে চল সংঘের মতো দলকে তারা ৪-২ গোলে পরাস্ত করলো। পরাজিত হলেও এগিয়ে চল সংঘের কোন অসুবিধা হয়নি। আগেই সুপারে পৌঁছে গিয়েছে। তবে এদিনের পরাজয় তাদের বেশ কিছু দুর্বলতা প্রকট করে দিলো। দলের মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগ নিয়ে সমস্যা নেই। তবে রক্ষণভাগ প্রতিটি ম্যাচেই ভুল করে চলেছে। দুই স্টপারের মধ্যে বোঝাপড়ারও অভাব। শক্তিশালী দল এই ভুলের ফায়দা তুলবে এটাই স্বাভাবিক। সেটাই হলো এদিন উমাকান্ত মাঠে। চলতি লিগে এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত সেভাবে কোনো পয়েন্ট দেবরাজ জমাতিয়া-কে। তবে ক্রমশঃ সে পুরোনো ছন্দে ফিরে আসছে। এদিন বোঝা গেলো সেটা। দেবরাজ-র গতির সাথে পালা দিতে পারেনি

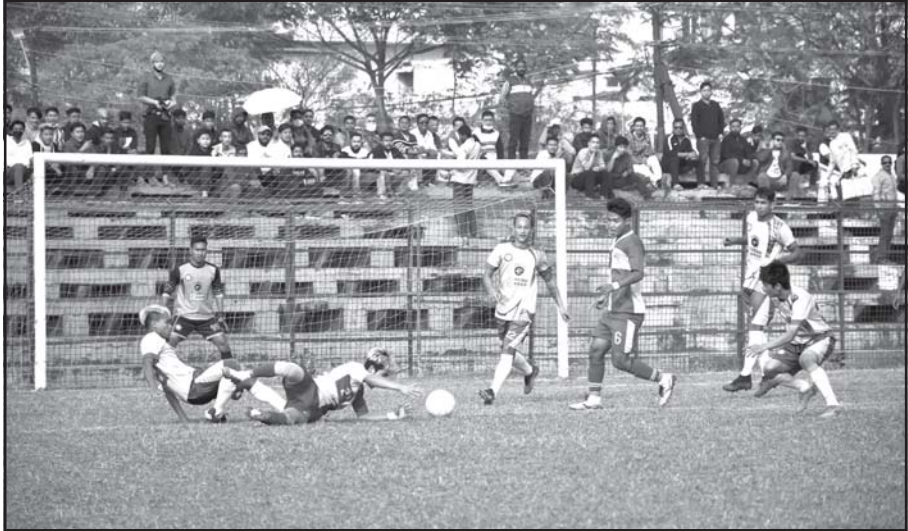
উদয়পুরে দাবায় চ্যাম্পিয়ন অভিজ্ঞান

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : উদয়পুরে অনুষ্ঠিত উম্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো প্রতিভাবান দাবাড়ু অভিজ্ঞান খোন্। শহরের লাংমানি হাদুক সংস্থার উদ্যোগে রবিবার কেবিসাই স্কুলের বিআরসি হলে অনুষ্ঠিত হয় এই আসর। মোট ৬০ জন দাবাড়ু এতে অংশগ্রহণ করে। ৫ রাউন্ডে পুরো ৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো অভিজ্ঞান। দেবাহুুর ব্যানার্জি দ্বিতীয় স্থান পায়। তৃতীয় স্থান পেয়েছে সোমরাজ সাহা। চতুর্থ থেকে সপ্তম স্থানানধিকারীরা হলো—আরাধ্যা দাস, রণিত রায়, অদ্রিজা দেবনাথ, আয়িক রায় বর্মণ। এছাড়া অনূর্ধ্ব ৮ বিভাগে রৌদ্র মজুমদার, অনূর্ধ্ব ১০ বিভাগে প্রাঞ্জল দেবনাথ, অনূর্ধ্ব ১২ বিভাগে আয়ুষ সাহা, অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে কৃতীস্মাতা দাশগুপ্ত, অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে অনীক দেবনাথ প্রথম স্থান পায়। মহিলা বিভাগে বিদ্যাত্রী দেবনাথ এবং পঞ্চাশোর্ধ বিভাগে রাজেশ্ব কৃষ্ণ দেববর্মা সেরা দাবাড়ু নির্বাচিত হন। বিভিন্ন বিভাগে মোট ২৪ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়। খেলার শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

বন্ধ ক্রিকেট, বন্ধ রোজগার

বাধ্য হয়ে টেনিসে নেমে পড়ছে অনেক ক্রিকেটার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : বন্ধ আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট, বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। টিসিএ-র ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলায় অনূর্ধ্ব ২৫ শিবিরে প্রায় ৪০ ক্রিকেটারকে বন্দি করে রাখা হলেও রাজ্যের বাকি অংশের কয়েকশো ক্রিকেটার এখন বেকার। দুই সিজন ধরে দেখা নেই ক্লাব ক্রিকেটের। ফলে ক্লাব পেমেন্ট নেই। এই অবস্থায় রাজ্যের একটা বড় অংশের ক্রিকেটার এখন রোজগারের জন্য টেনিসে ক্রিকেট। জানা গেছে, অনেক জুনিয়র ক্রিকেটারও নাকি এখন টেনিসে নেমে পড়ছে। রাজ্যের যে মহকুমাতেই বড় অঙ্কের প্রাইজমানি টেনিস হচ্ছে সেখানোই খেলার জন্য ছুটতে হচ্ছে ওই সমস্ত ক্রিকেটারদের। জানা গেছে, টিসিএ-র ক্যাম্পের বাইরের সিংহভাগ ক্রিকেটারই এখন টেনিসে। ম্যাচ বুকে নাকি জুনিয়র ও সিনিয়র ক্রিকেটারদের দাম বাড়ি। ৫০০, ১০০০ থেকে শুরু হয়ে প্রতি ম্যাচে নাকি ২০০০ টাকা



এগিয়ে চল সংঘের ডিফেন্ডাররা। মাঝমাঠে চমৎকার খেলেছে কিমাও। ঘটনা হলো, লালবাহাদুরের মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগের অধিকাংশ ফুটবলার গতিসম্পন্ন। অনেক দ্রুত তারা আক্রমণে যেতে সক্ষম। এই গতির সাথেই এদিন পালা দিতে পারেনি এগিয়ে চল সংঘ। অ্যারিস্টাইড এদিনও গোল করেছে। তবে একটা সময় ৪-০ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় এগিয়ে চল সংঘ মানসিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। ফলে অ্যারিস্টাইডের মধ্যে সেই তাগিদ দেখা গেলো এদিন। ম্যাচের ২২ মিনিটে রোমান্স সইখম এগিয়ে দেয় লালবাহাদুরকে। এর পরই দেবরাজ-র ম্যাজিকা। ৩৫ মিনিটে দেবরাজ-র দৌলতে ব্যবধান ২-০

করে লালবাহাদুর। অনেকটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে লালবাহাদুর। এগিয়ে চল সংঘের রক্ষণে তখন ত্রাসের সঞ্চার হয়। দেবরাজ-র গোলের ৩ মিনিট পর পাসাং তামাং লালবাহাদুরের হয়ে ব্যবধান ৩-০ করে। প্রথমার্ধের অতিমলয়ে আরও একটি গোল করে দেবরাজ। প্রথমার্ধেই বলতে গেলে জয় নিশ্চিত করে নেয় লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘ খুব খারাপ খেলেনি। তাদের চিরাচরিত আক্রমণাত্মক ফুটবলের দিকে নজর দেয়। গোল করার সুযোগও তৈরি হয়। ম্যাচের ৭৫ মিনিটে অ্যারিস্টাইড ব্যবধান কমায়। ৪ মিনিট পর এগিয়ে চল সংঘের হয়ে আরও একটি গোল করে পহর জমাতিয়া। ম্যাচের

ফলাফল ৪-২ এই অবস্থায় অলআউট আক্রমণে ঝাঁপানোর কথা এগিয়ে চল সংঘের। তবে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনার সেই তাগিদ দেখা গেলো না তাদের মধ্যে। সুপার ফোরে আগেই পৌঁছে যাওয়ায় সেই উৎসাহটাই যেন ছিল না তাদের। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে রেফারি টিম্বু দে এগিয়ে চল সংঘের বীরনারায়ণ-কে লাল কার্ড দেখান। পর পর দুইটি হলুদ কার্ড দেখার কারণে তাকে মাঠ থেকে বের করে দেন রেফারি। আরও পাঁচ ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন রেফারি। এগিয়ে চল সংঘের জেইলস রাই, সনম লেপচা, দেবাশিস রাই এবং লালবাহাদুরের সমরজিৎ দেববর্মী, সুবন সুধধর-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

বলে চহাল, ব্যাটে রোহিতের দাপটে হাজারতম এক দিনের ম্যাচে অনায়াস জয় ভারতের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : রোহিত শর্মা ফিরতেই বলমলে ভারত। মাঠের মধ্যে সেই আশ্বাসন, কৌশলী চাল দেখা গেল বারবার। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম এক দিনের ম্যাচে অনায়াসে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল ভারত। সিরিজে এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে। বলে যুজবেশ চহাল নায়ক হলে, ব্যাট হাতে দাপট দেখালেন সদ্য চোট সারিয়ে ফেরা রোহিত। ঐতিহাসিক হাজারতম ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখল তারা। কিছুদিন আগেই ইংল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার পরে এসেছে ভারতে। তবে ভারত আসতেই তাঁদের পুরনো রোগ বেরিয়ে পড়ল। স্পিনের বিরুদ্ধে আয়্যাসমর্পণ দেখা গেল বার বার। টেসে জিতে ভারতের ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রথম থেকেই ফল দিতে শুরু করে। ওপেনার শাই হোপকে ফিরিয়ে দেন মহম্মদ সিরাজ। এর পরে একই ওভারে ব্র্যান্ডন কিং এবং ডারেন ব্রাডোকে ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর। ২০ ওভারের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাঁচ উইকেট পড়ে যায়। ওয়াশিংটনের মতোই একই ওভারে জোড়া শিকার যুজবেশ



চহালের। ফিরিয়ে দেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে নিকোলাস পুরান এবং কায়রন পোলার্ডকে। এর কয়েক ওভার পরেই অল্প সময়ের ব্যবধানে ফিরে যান শারমা ব্রকস এবং আকিল হোসেন। ৭৯ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে তখন রীতিমত ধুঁকছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই সময়ে যুরে দাঁড়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বহু যুদ্ধের সেনানী জেসন হোন্ডার। সদ্বী ক্যাবিয়ারান অ্যালোকে নিয়ে অষ্টম উইকেটে ৭৮ রানের জুটি গড়েন তিনি। ভারতীয় বোলারদের ও পর রীতিমতো চাপ তৈরি করেছিলেন হোন্ডার। একটিও চার মারেননি। কিন্তু চারটি ছয় মেরেছেন, যার মধ্যে রয়েছে চহালকে মারা একটি বিশাল ছক্কা। ৩৮তম ওভারের সেই

জুটি ভাঙে। এরপর আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস বেশিক্ষণ টেকেনি। ১৭৬ রানেই গুটিয়ে যায় তারা। ভারতের গুরুটা দুর্দাঙ হাইলিয়ার্ড আরও ২টি গোল তুলে নেয়। ৪৯ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করে ভিদাল চিসানো। ৭১ মিনিটে ব্যবধান ৪-০ করে সানা সিং। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভক্তিপদ জমাতিয়া-কে লাল কার্ড দেখান রেফারি তাপস দেবনাথ।

সুপারের লাইনআপ চূড়ান্ত

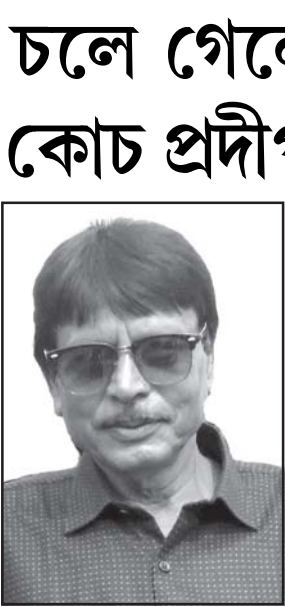
প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : সিনিয়র লিগের সুপার ফোর-র লাইনআপ চূড়ান্ত হলো। এগিয়ে চল সংঘ, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব আগেই সুপারে পৌঁছে গিয়েছিল। সুপারের চতুর্থ দল করা হবে তা নিয়ে লড়াইয়ে ছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং বাইরেস্র ক্লাব। এক ম্যাচ হাতে রেখেই সুপারে জয়গা করে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। চমক সৃষ্টিকারী রামকৃষ্ণ ক্লাবকে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। এখনও তাদের একটি ম্যাচ বাকি আছে। তবে ফরোয়ার্ড বনাম পুলিশের ম্যাচটি ফরোয়ার্ডের কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ রইলো না। গুরুতে পর পর তিনটি ম্যাচ জিতেছিল সুভাষ বোসের দল। এরপর এগিয়ে চল সংঘ এবং লালবাহাদুরের কাছে হেরে কিছুটা চাপে পড়ে যায় তারা। রামকৃষ্ণ ক্লাব এবারের লিগে রীতিমত চমক দিয়েছে। তাই ফরোয়ার্ডের সামনে কঠিন লড়াই ছুঁড়ে দেবে রামকৃষ্ণ এমনই প্রত্যাশা ছিল। তবে নতুন দুই ফুটবলারকে নিয়েও রীতিমত হতশ্র করােলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। সম্ভবত সুপারে আসলেই পৌঁছে যাওয়ায় সেরকম তাগিদ ছিল না। তাই বলে এত বড় ব্যবধানে পরাজয় দলের মনোবল ভেঙে দিতে পারে বলে মনে করছে ফুটবল মহল। ফরোয়ার্ড অবশ্যই শক্তিশালী দল। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে শুরু থেকে অসাধারণ দাপটও দেখিয়েছে। ম্যাচের ৪২ মিনিটে ভিদাল চিসানো-র গোলে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। ২ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ায় চিজোবা। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধে আরও ২টি গোল তুলে নেয়। ৪৯ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করে ভিদাল চিসানো। ৭১ মিনিটে ব্যবধান ৪-০ করে সানা সিং। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভক্তিপদ জমাতিয়া-কে লাল কার্ড দেখান রেফারি তাপস দেবনাথ।

ডিসিপ্লিন শুধু রাজ্যের ছেলেদের জন্যই?

সরাসরি রাজ্য দলে ঢুকে গেলো পবন,রাহিল-রা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরার ছেলে হয়েও ত্রিপুরা দলে সুযোগ পেতে যখন বার বার ফিটনেস টেস্ট দিতে হয়, প্রস্তুতি ম্যাচে সাফল্য পেতে হয় তখন দেখা গেলো প্রস্তুতি ম্যাচে খেলা বা কোন ফিটনেস টেস্টে অংশ না নিয়েও ভিন্নরাজ্যের তিন ক্রিকেটার সরাসরি ত্রিপুরা দলে সুযোগ পেয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, আগরতলায় না এসেই রাজ্য দলের অধিনায়কও হয়ে গেলো ভিন্নরাজ্যের ক্রিকেটার কেবি পবন। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি রীতিমত ভুলিয়ে দিলে বিগত পড়বে টিএফএ। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি রাজ্যের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন, পারফরম্যান্স, ফিটনেস ইত্যাদি বিষয়কে প্রথম সারিতে রাখলেও ভিন্নরাজ্যের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : দুই বছর আগেও তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে রাজ্য দলে অটোমেটিক চয়েস ছিল উদীয়ান বোস। মাঠে এক বছর করোনার জন্য বন্ধ ছিল ক্রিকেট। আর এই এক বছরের মধ্যেই প্রতিভাবান উদীয়ান-র ক্যারিয়ার সংকটের মুখে পড়েছে। স্বভাবতই ক্রিকেট মহলে আশঙ্কা, এই ক্রিকেটারটি কি আর ফিরে আসতে পারবে? সব কিছুর দায় টিসিএ-র উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। সমানভাবে দায়ী উদীয়ানও। দেশের একজন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা ক্রিকেটার উদীয়ান। স্বভাবতই খুদেদের কাছে রোল মডেল। একজন পেশাদার ক্রিকেটারের চাল-চলন অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে এটাই প্রত্যাশিত। শুধু উদীয়ান কেন অতীতেও অনেক ক্রিকেটার শুধুমার জীবনযাত্রার মানকে ঠিকভাবে চালিত করতে না পেরে হাতে রেখেই সুপারে জয়গা করে নিলো। ফরোয়ার্ড ক্লাব। চমক সৃষ্টিকারী রামকৃষ্ণ ক্লাবকে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। এখনও তাদের একটি ম্যাচ বাকি আছে। তবে ফরোয়ার্ড বনাম পুলিশের



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের অন্যতম সেরা অ্যাথলেটিস্ট কোচ প্রদীপ মালাকার অকালেই চলে গেলেন। মুম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে শনিবার সকালে ৫৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। স্বভাবতই রাজ্যের ক্রীড়া মহল শোকস্তব্ধ। ৮০-র দশকের দ্রুততম মানব তথ্য রাজ্যের অন্যতম সেরা কোচ প্রদীপ মলাকার-র হাত দিয়ে অসংখ্য অ্যাথলিট বেরিয়েছে। যারা জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করেছিল। ৮০-দশকে সাই কোচ হীরালাল দাসের প্রশিক্ষণে নিজেকে অ্যাথলিট হিসাবে ধারালো করে তুলেছিলেন প্রদীপ মালাকার। বিভিন্ন জাতীয় আসরে রাজ্যের হয়ে

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পর রঞ্জি ট্রফিতেও তার নাম বিবেচনার মধ্যেই আনেনি টিসিএ-র নির্বাচক মণ্ডলী। মানুষই ভুল করে। সেই ভুলকে সংশোধন করার সুযোগ দিতে হয়। টিসিএ-র এক অতি প্রভাবশালী কর্মকর্তা শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে গিয়ে উদীয়ান-র ক্যারিয়ারকে শেষ করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। সিনিয়র দলের প্রথম শিবিরে উদীয়ান-র নাম ছিল। এরপর কিছু অব্যাহতি ঘটনার ফলে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে আর একটি শিবিরেও তার জয়গা হয়নি। উদীয়ান ভুল করেছে। কিন্তু টিসিএ যেভাবে তার ক্যারিয়ারকে শেষ করে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে সেটা আরও বড় ভুল। একটি ভুলকে সংশোধন করার চেষ্টা না করে আরও বড় ভুল করে চলেছে টিসিএ। এই অবস্থায় উদীয়ান-র ক্যারিয়ারই সংকটের মুখে পড়েছে। অতীতেও অনেক ক্রিকেটার ক্রিকেট বহির্ভূত কার্ডে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআরও হয়। এদের একজন এখন টিসিএ ঘনিষ্ঠ। এটাই তো হওয়া উচিত। কারণ একবার ভুল করলেই তাকে চিরকালের জন্য দূরে সরিয়ে দিতে হবে এমন হওয়া উচিত নয়। রঞ্জি ট্রফিতেও তার ব্যাটিং ছিল দিবসীয় মেজাজের। তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই অত্যন্ত উপযোগী

দেওয়া হয়েছে তা তার ক্যারিয়ারকেই সংকটে ফেলেছে।

চলে গেলেন প্রখ্যাত কোচ প্রদীপ মালাকার

অংশগ্রহণের পাশাপাশি অনেক সাফল্যও পেয়েছিলেন। জাতীয় দলের হয়েও তিনি বেশ কয়েকবার ট্র্যাকে নেমেছিলেন। ক্রীড়া দফতরে শারীর শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেওয়ার পর কোচ হিসাবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তার ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অসংখ্য রেকর্ড করেছেন। শুধু রাজা নয়, রাজ্যের বাইরেও তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যাথলিটার সুনাম অর্জন করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—জ্যোতিষংকর দেবনাথ। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘদিন। এছাড়া স্পোর্টস স্কুল, ধলাই জেলার গঙ্গানগরে কাজ করেছেন। অসুস্থ হওয়ার পর কিছু দিন পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দফতরে কর্মরত ছিলেন। স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও ভাটা। তাই সবার সাথেই ছিল ঘনিষ্ঠতা। তার অকাল প্রয়াণে রাজ্যের অ্যাথলেটিস্ট জগৎ-র অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে জানিয়েছেন রাজ্য শারীর শিক্ষা কর্মচারী সংঘের সচিব নিখিল সাহা। যারা জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করেছিল। ৮০-দশকে সাই কোচ হীরালাল দাসের প্রশিক্ষণে নিজেকে অ্যাথলিট হিসাবে ধারালো করে তুলেছিলেন প্রদীপ মালাকার। বিভিন্ন জাতীয় আসরে রাজ্যের হয়ে

শিবিরের আড়ালে ব্যবসা!

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : উন্নয়নের সংজ্ঞাটাই বদলে দিয়েছে রাজ্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা টিসিএ। অনেক প্রতিশ্রুতি এবং অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিল তারা। উৎসাহী হয়ে উঠেছিল রাজ্যের ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ক্রিকেটপ্রেমীরা। এবার হয়তো পুরোনো কমিটিগুলির যুগ ধরা প্রশাসনকে পাশ্চৈ দলে বর্তমান কমিটি। প্রশাসনিক কাজে গতি আসবে, কর্মকর্তারা ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেবে। পাশাপাশি টিসিএ-র বিশাল আর্থিক ভান্ডারের সঠিক দেখাশোনা করা হবে। সমস্ত প্রচেষ্টাই আজ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ক্রিকেট ওড়াং ক্রিকেটারদের স্বার্থ আজ হাজার মাইল দূরে। অথচ একের পর এক শিবিরের নামে রীতিমত বাগিচা চলাছে। ৪০, ৫০ কিংবা ৬০ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে ওই বছর শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রিকেট বোদ্ধারা মনে করছে যে, এই বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটারদের নিয়ে শিবির করার মধ্যে কোন ক্রিকেটয় যুক্তি নেই। কয়েকদিন আগে অনূর্ধ্ব ২৫ দলের শিবিরেও একই অবস্থা। ৪৪ জন ক্রিকেটারকে শিবিরে ডাকা হয়েছে। জানা গেছে, ভিন্নজন ক্রিকেটার শিবিরে রিপোর্ট করেনি। অর্থাৎ শিবিরে রয়েছে ৪১ জন। টিসিএ-র এক প্রাক্তন যুগসচিব জানিয়েছেন, অনায়াসে এই সংখ্যাটা ৩০-র মধ্যে রাখা যেতো। এমন অনেক ক্রিকেটারকে অনূর্ধ্ব ২৫-র শিবিরে ডাকা হয়েছে যেরা কোনভাবেই সিকে নাইডু খেলার উপযুক্ত নয়। এখানোই মূল প্রশ্ন। তবে কেন শিবিরের নামে বিনা কারণে এসব অপকর্ম চলছে। অনুশীলনের পর ক্রিকেটারদের দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। সেই খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। কারণ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার বলেছে, খাবার খুব ভালো। খাবার হঠাতো ভালো কিম্ব তার আড়ালে কোন ব্যবসা চলছে না এর নিশ্চয়তা কে দেবে। কারণ যেভাবে একের পর এক শিবির খোলা যাচ্ছে না। আগের ম্যাচে তাদের উগ্র সমর্থকরা রেফারিকে হেনস্তা করেছিল। এদিন আইনভঙ্গ করেও তর্কে জড়িয়ে পড়লো। ক্লাবগুলির ফুটবল সংস্কৃতি কি এখন শুধুমাত্র খেতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

^[1] স্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলোরমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলোরমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৮ / ৭০৮৫৯১৭৮২



কাবেরী হাসপাতাল চেন্নাই

১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, শুক্র ও শনিবার

কাবেরী ইনফরমেশন সেন্টার

দীপ্তি মেডিকেল হলের ১ম তল,
লেক চৌমুহনী বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুনঃ ৬৯০৯৯৮৯২৯০

কার্ডিওলজি, নিউরোলজি এবং পালমোনোলজি স্পেশালিটি ক্লিনিক

ডা. সুন্দর চিদাম্বরম

এমডি ডিএনবি, ডিএম (কার্ডিওলজি),
সিনিয়র কনসালট্যান্ট-ইন্টারভেনশনাল,
কার্ডিওলজিস্ট এবং এন্ডো ভাসকুলার
স্পিডেলিস্ট

বুক ব্যাথা, চাপ, ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্ট, উচ্চ
কলেস্টরল, উচ্চ রক্তচাপ, বুক ধরফর, স্থূলতা।

ডা. আর. নিথিয়ানন্দন

এমবিবিএস, এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন),
ডিএম (পালমোনারী এবং ক্রিটিকাল কেয়ার
মেডিসিন) অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট-
পালমোনোলজি

শ্বাস ছাড়ার সময় ঘ্রাণ, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি,
সিওপিড, নিউমোনিয়া, পোস্ট কোভিড অসুস্থতা

ডা. ভুবনেশ্বরী রাজেন্দ্রন

এমআরসিপি (ইউকে), সিসিটি (ইউকে),
ডিআইপি ইউসিএল-ইউকে-নিউরোলজি,
এফআরসিপি (ইউকে), কনসালট্যান্ট-
নিউরোফিজিওলজি এবং নিউরোলজি

স্ট্রোক, মৃগীরোগ, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, মস্তিষ্ক
এবং মেরুদণ্ডের রোগ, নিউরোপ্যাথি, পার্কিনসন,
আলঝাইমার, মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের টিউমার।

ভারতবর্ষের খ্যাতনামা চেন্নাইয়ের কাবেরী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আগরতলা আসছেন।

গরু চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। শুক্রবার গভীর রাতে কলমচৌড়া থানাধীন বঙ্গনগর পঞ্চায়তের ২নং ওয়ার্ডে এক সাথে ৩টি গরু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ বঙ্গনগর চৌমুহনি থেকে সাদা রঙ-এর বলেরো গাড়ি করে ৩টি গরু চুরি করে নিয়ে যায় পাচারকারীরা। জনৈক ব্যক্তি ঘটনার সময় গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করেন। কিন্তু চোরেরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময় বাসার মিয়া জানতে পারেন গরুগুলির মালিক দক্ষিণ পাড়ার হানিফ মিয়া। এদিকে হানিফ মিয়ার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

যান সন্ত্রাসের

বলি যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসের বলি হলেন ২৩ বছরের সজল রুপিনী। রবিবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিদ্দাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা। এদিন রাতে তুইসিদ্দাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে তার কোন পরিজন না থাকার কারণে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেকটা দেরি হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে জিবি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হলেও মাঝপথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সজল। তাকে পুনরায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। মৃত্যুর আগেই শ্মশানের চুল্লিতে এক ব্যক্তিকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা। এই ঘটনায় উদয়পুরের আরকে পুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। মামলা করেছে শিবু প্রসাদ বৈদ্য নামে এক ব্যক্তি। তার বাড়ি শান্তিরবাজারে। জানা গেছে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি উদয়পুর মহকুমার এক বৃদ্ধের সংস্কার করতে উত্তর চন্দ্রপুর এলাকার শ্মশানে নেওয়া হয়। সেখানেই উত্তর চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা পার্থ দেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় প্রবীর মজুমদার সহ আরও কয়েকজনের। অভিযোগ, উদয়পুর নিউ টাউন রোডের



ব্যবসায়ী প্রবীর ঘটনাস্থলেই পার্থকে মারধর করে। তাকে টেনে-হিঁচড়ে জ্বলন্ত শ্মশানের চুল্লিতে ফেলে

দেয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পার্থকে প্রত্যক্ষদর্শীরা উদ্ধার করে উদয়পুর দমকল বিভাগে খবর দেয়।

পিস্তল সহ গ্রেফতার কারবারি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা উত্তরকলম নেশা দ্রব্য এবং পিস্তলে ছেয়ে গেছে। শহর এলাকায় বেশ কয়েকজন যুবক এই নেশা ব্যবসায় মহারত হাসিল করে নিয়েছে। এই চক্রেরই চারজনকে পুলিশ আটক করেছে। তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে পিস্তলও

উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত যুবকরা শহরের মধ্যে রাউন সুগার, হেরোইন সহ পিস্তল বিক্রির ব্যবসায়ও যুক্ত রয়েছেন। তাদের আটক করার পর পুলিশ শহর এলাকায় আরও বড় নেশা কারবারিদের আটক করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পুলিশ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পার্থকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পার্থের চিকিৎসা চলছে। জখম ব্যক্তির বড় বোনের স্বামী শিবু প্রসাদ এই ঘটনায় আরকে পুর থানায় মামলা করেছেন। মামলাটি হওয়ার পর থেকে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকে পুলিশের বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আহত যুবকের পরিজনরা চাইছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা নেওয়া হোক।

শহরতলিতে

মৃত্যু, চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। শহরতলির এক পুকুরে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন দাস (৫০)। তার বাড়ি আমতলি থানার মধ্য চারিপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, মধ্য চারিপাড়ার একটি পুকুরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নিরঞ্জনকে। অনেকে মনে করছেন, এটা খুন। তবে এ বিষয়ে পুলিশ এখনও কোনও ধরনের মন্তব্য করতে নারাজ। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি।। নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় পুকুরে। শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া থানাধীন চড়কবাই এলাকার উত্তম কর্মকার (৫০) গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী পুকুরে মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখেন। খবর পেয়ে বাইখোড়া থানার পুলিশ ছুটে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, উত্তম কর্মকার অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এরই মাঝে গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan
Agartala - 8787626182

যেকোনো ব্যাথা থেকে
Relife
যেমন -
বাতের ব্যাথা,
কোমর ব্যাথা,
হাটু ব্যাথা।
ব্যবহার করুন।
Orthoref Capsules
MRP : 275/-

NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতপত্র নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের
অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ, এনআইসিইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল
সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো
সার্জারী।



ঃ যোগাযোগঃ
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিড সমাধান

প্রোমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে
বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গল্পনা, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা
কলাজাদু, মুঠকলী, জাদুটোনা, কবীকরণ স্পেশালিস্ট।

যদি বসে A to Z সমস্যার সমাধান
বাবা আমল সুফি যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে
একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

স্পেশালিস্টঃ বশীকরণ, মুঠকলী এবং কলাজাদু

Contact 9667700474

MEGA SERVICE CAMP

THE BEST CARE YOUR TOUGH ONES CAN GET | 9TH - 19TH FEBRUARY, 2022

FREE 75 POINT CHECKUP

5% OFF ON ACCESSORIES & SPARE PARTS*

10% OFF ON LABOUR

25% OFF ON MAXICARE*

TARASANKAR MOTOR PVT. LTD.

Chinaihani, Airport Road, Agartala, Tripura, West. 799009

Kameshwar (Near ITI), Dharmanagar, North Tripura, 799250

Call @ 6909475826, 7005876588

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

9436940366